কেন্দ্রীয় ব্যাংক (Central Bank)

ভূমিকা

তথ্য প্রযুক্তি ও বিশ্বায়নের যুগে যে কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমেই দেশে অর্থনীতি ও মূদ্রা বাজার এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থা পরিচালিত এবং নিয়ন্ত্রিত হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে থেকে এসকল কার্যাদি সম্পন্ন করে থাকে। তাই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাহায্য ছাড়া অর্থ ও মূদ্রা বাজারের স্থিতিশীলতা, ব্যাংকিং ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং সর্বোপরি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের কথা চিন্তাই করা যায় না।

এই ইউনিটে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংজ্ঞা, উদ্দেশ্য, কার্যাবলী, নিকাশ ঘরের কার্যাবলী, এর অর্থ সরবরাহ, ঋণ নিয়ন্ত্রণ এবং ইহার বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে আপনি বিস্তারিত জানতে পারবেন।

এই ইউনিটে আছে-

- *কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংজ্ঞা ও উদ্দেশ্য*
- *কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলী*
- *নিকাশঘর এর কার্যাবলী*
- *কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অর্থ সরবরাহ ও ঋণ নিয়ন্ত্রণ*

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংজ্ঞা ও উদ্দেশ্য

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংজ্ঞা বলতে পারবেন।
- কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

সংজ্ঞা ঃ এক কথায় দেশের প্রধান ব্যাংকই হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক। আধুনিক বিশ্বে যেকোন দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার একক নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক পরিচিত এবং স্বীকৃত। কেন্দ্রীয় ব্যাংককে কেন্দ্র করেই দেশের সকল ব্যাংকিং ও মূদ্রা বাজার গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। দেশের সার্বিক প্রয়োজনে নোট ও মূদ্রা প্রচলন, ঋণ নিয়ন্ত্রণ ও মূদ্রা বাজার গঠন ও পরিচালনা, দেশের ব্যাংক ব্যবস্থার নেতৃত্বদান, সরকারের ব্যাংক হিসেবে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে দ্রব্যমূল্যের স্থিরতা অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সার্বিক জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় ব্যাংক গঠিত, পরিচালিত এবং নিয়ন্ত্রিত হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংজ্ঞা সম্পর্কে প্রখ্যাত ব্যাংক বিশেষজ্ঞ এর ক'টি সংজ্ঞা নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

অধ্যাপক আর. সি কেন্ট এর মতে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা জনকল্যাণের প্রয়োজন অনুযায়ী দেশের প্রচলিত মূদ্রার / অর্থের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করে।

অধ্যাপক এম. এইচ. ডী কক বলেন, যে ব্যাংক ব্যবস্থায় একটি মাত্র ব্যাংকের নোট ইস্যুর ক্ষেত্রে একক বা আংশিক একচেটিয়া অধিকার রয়েছে, তাই হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক। তিনি আরো বলেন মুনাফার প্রতি দৃষ্টি না রেখে জনসাধারণের স্বার্থে এবং দেশের সার্বিক সমৃদ্ধির জন্য প্রচেষ্টা চালানোই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাজ।

অধ্যাপক কিসচ এবং এলকিনের মতে, যে ব্যাংকের অপরিহার্য দায়িত্ব হলো দেশের মূদ্রা-মান স্থিতিশীল রাখা, তাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলে।

অধ্যাপক আর. এস. সেয়ার্স বলেন, কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো সরকারের একটি প্রতিষ্টান, যা সরকারের অধিকাংশ আর্থিক কার্যাবলী সম্পাদন করে এবং উক্ত কার্যাবলী সম্পাদনকালে এবং বিভিন্ন পন্থায় ইহা দেশের আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যাবলীর উপর প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে সরকারের অর্থনৈতিক নীতি বাস্তবায়ন করে।

পি.এইচ. কলিন এর মতে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো দেশের সরকার নিয়ন্ত্রণাধীন প্রধান ব্যাংক, যা দেশের আর্থিক কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণের জন্য দেশের প্রধান সুদের হার নির্ধারণ করে, নোট ও মূদ্রার প্রচলন করে, বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে তত্ত্বাবধান করে এবং বৈদেশিক বিনিময় হার নিয়ন্ত্রণ করে।

উপরের সংজ্ঞাগুলোর আলোকে আমরা বলতে পারি যে–

ক) কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের সরকার নিয়ন্ত্রণাধীন প্রধান ব্যাংক;

খ) ইহা দেশের আর্থিক ও ব্যাংকিং কাঠামোর শীর্ষে অবস্থান করে এবং নেতৃত্ব প্রদান করে;

গ) ইহা দেশের অর্থ ও মূদ্রা ঋণ এবং ব্যাংক ব্যবস্থার অভিভাবক ও নিয়ন্ত্রক;

ঘ) দেশের নোট ও মূদ্রা প্রচলনের একক অধিকার এই ব্যাংকের;

ঙ) সামগ্রিক স্বার্থে দেশের অর্থনৈতিক সমতা ও মূল্যের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার দায়িত্ব ইহার উপর অর্পিত;

চ) মুনাফা অর্জন নয়, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জনকল্যাণই ইহার মূল উদ্দেশ্য।

মোট কথা কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের প্রধান সরকারী ব্যাংক। যা দেশের মূদ্রা ও ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে এবং মূদ্রা বাজার স্থিতিশীল রাখার মাধ্যমে সরকারের আর্থিক নীতিমালা বাস্তবায়ন করে। ইহার মুল উদ্দেশ্যই হলো সার্বিক জনকল্যাণ। বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো 'বাংলাদেশ ব্যাংক'।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উদ্দেশ্য

কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত দেশের সর্বপ্রধান ব্যাংক। দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিতের মাধ্যমে জনগণের কল্যাণ সাধনই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য। মূল উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য ইহাকে বেশ কিছু সহযোগী উদ্দেশ্য অর্জন করতে হয়। তাই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উদ্দেশ্যকে আমরা নিম্নরূপে আলোচনা করতে পারি ঃ

১. **জনকল্যাণ ঃ** মুনাফা অর্জন নয় বরং ইহার মূল / প্রধান উদ্দেশ্য হলো জনকল্যাণ নিশ্চিত করা।

২. **মুদ্রা প্রচলন ঃ** দেশের অভ্যন্তরে চাহিদার আলোকে লেনদেনের বিনিময় মাধ্যম হিসেবে ধাতব মুদ্রা ও কাগজী নোট প্রচলন করার উদ্দেশ্যেই কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যবস্থার উদ্ভব।

৩. **ঋণ নিয়ন্ত্রণ ঃ** বাণিজ্যিক ব্যাংকের বর্ধিত ঋণ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অর্থ বাজার স্থিতিশীল রাখা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অপর একটি গুরুত্ব উদ্দেশ্য।

৪. **মূল্যস্তরের স্থিতিশীলতা রক্ষা ঃ** দেশের অভ্যন্তরীণ অর্থের যোগান ও সুদের হার নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মূল্যস্তরের স্থিতিশীলতা রক্ষা করা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অন্যতম উদ্দেশ্য।

৫. **অর্থ ও মূলধন বাজার গঠন ও পরিচালনা ঃ** দেশের অর্থনৈতিক কার্যাবলীকে ত্বরান্বিত ও গতিশীল করার জন্য দেশের মধ্যে একটি শক্তিশালী ও শৃঙ্খলাপূর্ণ অর্থ ও মূলধন বাজার গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক গঠিত ও পরিচালিত হয়।

৬. **ব্যাংক ব্যবস্থা সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ ঃ** একটি সুসংহত এবং শক্তিশালী ব্যাংকিং ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের ব্যাংক ব্যবস্থাকে সংগঠন, পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

৭. **সরকারের ব্যাংক হিসেবে কাজ করা ঃ** কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের তহবিল সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং বিভিন্ন আর্থিক লেনদেন নি□ত্তি করে থাকে। মোট কথা সরকারের অর্থ আদায়, পরিশোধ ও সংরক্ষণে ইহা প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে।

৮. **ব্যাংকের ব্যাংক হিসেবে দায়িত্ব পালন ঃ** তালিকাভুক্ত অপারাপর ব্যাংকের ব্যাংক হিসেবে দায়িত্ব পালন করা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অন্যতম উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যে অন্যান্য ব্যাংককে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কতিপয় শর্ত পালন করতে হয়।

৯. **নিকাশ ঘরের দায়িত্ব পালন ঃ** কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের আন্তঃ ব্যাংকিং দেনা-পাওনা নি□ত্তির লক্ষে নিকাশ ঘরের দায়িত্ব পালন করে। ফলে আন্তঃব্যাংকিং ক্ষেত্রে চেক, ড্রাফট, বিনিময় বিল, সিকিউরিটি, ঋণ-পত্রে ইত্যাদির বিনিময় সংক্রান্ত নি□ত্তি সহজ হয়।

১০. **মূলধন গঠন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঃ** দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক তালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলো ঋণ প্রদান করে মূলধনের যোগান দিয়ে থাকে। ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণদান ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন করে।

১১. **মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণ ঃ** বৈদেশিক বাণিজ্যের উন্নয়ন ও প্রসারের জন্য মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একটি বিশেষ উদ্দেশ্য।

১২. **বৈদেশিক বাণিজ্যের বিকাশ ঃ** বৈদেশিক বাণিজ্যের উন্নয়ন ও নিকাশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অপর একটি উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যে ইহা বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষণ, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে। ব্যালেন্স অব পেমেন্ট পরিস্থিতি দেশের অনুকূলে আনার চেষ্টা করে।

১৩. **বহির্বিশ্বের সাথে যোগাযোগ ঃ** পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ও আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থাগুলোর সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ স্থাপন ও সংরক্ষণ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একটি প্রধান উদ্দেশ্য। এতে করে আন্তর্জাতিক আর্থিক সম্পর্কের ভিত্তি রচিত হয়।

১৪. **সরকারকে উপদেশ প্রদান ঃ** সরকারের বিভিন্ন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে বিভিন্ন দিক থেকে সাহায্য সহযোগিতা করার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের ব্যাংক এবং প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি যে দেশের অর্থ ও ব্যাংকিং ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং ঋণ ও বৈদেশিক বিনিময় নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মূল্যস্তরের স্থিতিশীলতা এবং সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নিশ্চিত করাই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উদ্দেশ্য।

পাঠ-সংক্ষেপ

যে ব্যাংক সরকারের একক ব্যাংক হিসাবে দেশের জন্য মূদ্রা প্রচলন করে, ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে এবং মূদ্রা বাজার স্থিতিশীল রাখার মাধ্যমে সরকারের আর্থিক নীতিমালা বাস্তবায়ন করে, তাকেই কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলা হয়।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য হলো জনকল্যাণ, মূদ্রা প্রচলন, ঋণ নিয়ন্ত্রণ, মূল্যস্তরের স্থিতিশীলতা রক্ষা, অর্থ ও মূলধন বাজার গঠন ও পরিচালনা, ব্যাংক ব্যবস্থা সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ, নিকাশ ঘর হিসেবে দায়িত্ব পালন, মূদ্রার বিনিময় হার এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের বিকাশ ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ২.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (◘) চিহ্ন দিন-

১. কোন ব্যাংক দেশের সরকারের একক ব্যাংক হিসেবে মূদ্রা ও অর্থ বাজারের নিয়ন্ত্রণ করে?

ক. সোনালী ব্যাংক　　খ. ঢাকা ব্যাংক

গ. কেন্দ্রীয় ব্যাংক　　ঘ. স্থানীয় ব্যাংক

২. মুনাফা নয়, জনকল্যানই মূল উদ্দেশ্য কোন ব্যাংকের?

ক. সোনালী ব্যাংকের　　খ. রূপালী ব্যাংকের

গ. অগ্রণী ব্যাংকের　　ঘ. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের

৩. বৈদেশিক বাণিজ্য বিকাশে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে কি করতে হয়?

ক. বৈদেশিক মূদ্রা সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ　　খ. বৈদেশিক মূদ্রা বিতরণ

গ. বৈদেশিক মূদ্রা সংগ্রহ　　ঘ. বৈদেশিক বাণিজ্য উন্নয়ন।

৪. কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে কি প্রদান করে?

ক. উপদেশ ও পরামর্শ　　খ. আদেশ-নির্দেশ

গ. অর্থের যোগান　　ঘ. কোনটিই নয়।

পাঠ ২ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলী (অর্থ সরবরাহ ও ঋণ নিয়ন্ত্রণ)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাযাবলী বর্ণনা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু ঃ

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলী (Functions of Central Bank)

কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের সর্বপ্রধান ব্যাংক। ইহা দেশের অর্থ বাজারের সংগঠক, অভিভাবক, পরিচালক ও নিয়ন্ত্রক। তাই ইহার মর্যাদা, গুরুত্ব এবং কার্যাবলীর প্রকৃতি আলাদা, কেন্দ্রীয় ব্যাংক তার উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য যেসকল কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে তার সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নরূপ ঃ

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলী

ক) সাধারণ কার্যাবলী	খ) সরকারের ব্যাংক হিসেবে কার্যাবলী	গ) অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংক হিসেবে কার্যাবলী	ঘ) উন্নয়নমূলক কার্যাবলী	ঙ) বিবিধ / অন্যান্য কার্যাবলী
১. নোট ও ধাতব মূদ্রা প্রচলন	১. সরকারের তহবিল ও সম্পদ সংরক্ষণ	১. ব্যাংক প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণ	১. ব্যাংকিং খাতের উন্নয়ন	১. তথ্য সংগ্রহ সংরক্ষণ ও সরবরাহ
২. মূদ্রার মূল্যমান সংরক্ষণ	২. আর্থিক লেনদেন সম্পাদন	২. ব্যাংক তালিকাভুক্তিকরণ	২. উৎপাদন খাতের উন্নয়ন	২. গবেষণা পরিচালনা
৩. স্বর্ণমান সংরক্ষণ	৩. অর্থগ্রহণ ও স্থানান্তর	৩. তালিকাভুক্ত ব্যাংকের ব্যাংক	৩. বৈদেশিক বাণিজ্যের উন্নয়ন	৩. আর্থিক রিপোর্ট তৈরি ও প্রকাশ
৪. মূদ্রা বাজার পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ	৪. ঋণদান ও তত্ত্বাবধান	৪. ঋণের শেষ আশ্রয়স্থল	৪. অর্থনৈতিক পরিকল্পনা উন্নয়ন	
৫. ঋণ নিয়ন্ত্রণ	৫. সরকারের হিসাব সংরক্ষণ	৫. ঋণ তদারক	৫. কর্মসংস্থান	
৬. বৈদেশিক মূদ্রার রিজার্ভ সংরক্ষণ	৬. ব্যাংক ও আর্থিক সংস্থার সাথে সম্পর্ক	৬. তহবিল সংরক্ষণ	৬. জনশক্তি উন্নয়ন	
৭. বৈদেশিক বিনিময় নিয়ন্ত্রণ	৭. বৈদেশিক মূদ্রা ও বিনিময় নিয়ন্ত্রণ	৭. নিকাশঘর হিসেবে কাজ	৭. প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদের উন্নয়ন	
	৮. সরকারের উপদেষ্টা ও প্রতিনিধি	৮. হিসাব নিরীক্ষণ ও নিয়ন্ত্রক		
	৯. সরকারের আর্থিক নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন	৯. উপদেষ্টা এবং প্রতিনিধিত্ব		

ক) সাধারণ কার্যাবলী ঃ

১. **নোট ও ধাতব মুদ্রা প্রচলন ঃ** কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান কাজই হলো দেশের জন্য প্রয়োজনের আলোকে কাগজী নোট ও ধাতব মূদ্রা তৈরি, মুদ্রণ ও সরবরাহ করা। দেশের জনগণের চাহিদা, ব্যবসায়-বাণিজ্য এবং উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এ কাজ করে থাকে।

২. **মুদ্রার মুল্যমান সংরক্ষণ ঃ** বৈদেশিক বিনিময় হার নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের মুদ্রার মূল্যমান সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে। ফলে দেশীয় মুদ্রার মূল্যমান স্থিতিশীল থাকে এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটে।

৩. **স্বর্ণমান সংরক্ষণ ঃ** প্রচলিত নিয়মানুযায়ী কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরবরাহকৃত বা ছাপানো অর্থের নিরাপত্তা বিধান ও বিনিময় হার রক্ষার জন্য ইহার বিপরীতে ৩০% স্বর্ণ বা রৌপ্য বা বৈদেশিক মূদ্রা রিজার্ভ রেখে থাকে। ফলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার স্থিতিশীলতা থাকে এবং প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি পায়।

৪. **মুদ্রা বাজার পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ ঃ** কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের জন্য একটি সুষ্ঠু ও সুন্দর অর্থ ও ঋণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে শক্তিশালী মূদ্রা বাজার গঠন, পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণে সর্বদা সচেষ্ট থাকে। এই উদ্দেশ্য কেন্দ্রীয় ব্যাংককে দেশের বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রমকে সহযোগিতা, সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ করতে হয়।

৫. **ঋণ নিয়ন্ত্রণ ঃ** দেশের শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ঋণের প্রয়োজন। আবার ঋণের পরিমাণ বেশি হলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায় এবং মূদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। তাই ঋণের পরিমাণ কাম্যস্তরে রাখার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণ সৃষ্টির কার্যক্রম ও ক্ষমতা বিভিন্ন কৌশল ও নীতি নির্ধারণ করে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। ফলে দেশের অভ্যন্তরে মূদ্রা ও মূল্যমান স্থিতিশীল থাকে।

৬. **বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সংরক্ষণ ঃ** কেন্দ্রীয় ব্যাংক বৈদেশিক মূদ্রার সাথে দেশীয় মূদ্রার মান ও বিনিময় মূল্য স্থিতিশীল রাখার জন্য প্রয়োজনের আলোকে বৈদেশিক মূদ্রার রিজার্ভ সংরক্ষণ করে সংরক্ষিত তহবিলের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে।

৭. **বৈদেশিক বিনিময় নিয়ন্ত্রণ ঃ** কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের অভন্তরীণ প্রয়োজনের আলোকে বৈদেশিক মূদ্রার আগমন ও নিগর্মনের এবং আমদানি-রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে আমদানি-রপ্তানিতে সাম্যতা আসে এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের উন্নয়ন হয়।

খ) সরকারের ব্যাংক হিসেবে কার্যাবলী ঃ

কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের ব্যাংক। এম.এইচ. ডিককের মতে সকল স্থানেই কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের ব্যাংকার, প্রতিনিধি এবং উপদেষ্টা হিসেবে কার্য সম্পন্ন করে থাকে। সরকারের ব্যাংক হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলীকে আমরা নিম্নরূপে আলোচনা করতে পারিঃ

১. **সরকারের তহবিল ও সম্পদ সংরক্ষণ ঃ** কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের পক্ষ থেকে সরকারের যাবতীয় উদ্বৃত্ত তহবিল এবং সম্পদ সংগ্রহ, সংরক্ষণ, তত্ত্বাবধান ও পরিচালনা করে।

২. **আর্থিক লেনদেন সম্পাদন ঃ** সরকারের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশে-বিদেশে সকল আর্থিক, লেনদেন সম্পাদন করে। ইহার মাধ্যমেই বৈদেশিক মূদ্রা ক্রয়-বিক্রয় হয় এবং সরকারি প্রাপ্তি ও পরিশোধসমূহ নি□/ত্তি হয়।

৩. **অর্থ গ্রহণ ও স্থানান্তর ঃ** সরকারের ব্যাংক হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সকল খাতের সরকারের পাওনা ও রাজস্ব সংগ্রহ ও খাতভিত্তিক সংরক্ষণ করে। অপর দিকে সরকারের নির্দেশের অনুযায়ী উক্ত অর্থ এক খাত থেকে অন্য খাতে এবং একস্থান হতে অন্যস্থানে স্থানান্তর করে থাকে।

৪. **ঋণদান ও তত্ত্বাবধান ঃ** সরকারের প্রয়োজন ও আর্থিক সংকটে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারকে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদে ঋণদান করে। অপর দিকে সরকারের ট্রেজারি বিল, ফান্ড, সিকিউরিটি বিক্রি করে অর্থ ও ঋণ গ্রহণ করে এবং ঋণ সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করে।

৫. **সরকারের হিসাব সংরক্ষণ ঃ** কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর ও প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় অর্থ ও সম্পদের সুষ্ঠু হিসাব সংরক্ষণ ও পরিচালনা করে।

৬. **বাহক ও আর্থিক সংস্থার সাথে সম্পর্ক ঃ** সরকারের ব্যাংক এবং প্রতিনিধি হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং আর্থিক সংস্থা যেমন- বিশ্বব্যাংক আই.এম.এফ., এডিবি, আই.ডি.বি. এর সাথে যোগাযোগ ও সম্পর্ক বজায় রাখে।

৭. **বৈদেশিক মুদ্রা ও বিনিময় নিয়ন্ত্রণ ঃ** কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের ব্যাংক হিসেবে দেশীয় অর্থনীতি উন্নয়ন, বিকাশ ও সমৃদ্ধির জন্য বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় বিক্রয় এবং বৈদেশিক বিনিময় দক্ষতার সাথে নিয়ন্ত্রণ করে।

৮. **সরকারের উপদেষ্টা ও প্রতিনিধি ঃ** কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের ব্যাংক, প্রতিনিধি এবং উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করে। প্রয়োজনে দেশে-বিদেশে বিভিন্ন পক্ষের সাথে যোগাযোগ, চুক্তিসম্পাদন ও লেনদেন সম্পাদন করে থাকে। অপর দিকে সরকারের নীতি নির্ধারণ ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সরকারকে মূল্যবান উপদেশ ও পরামর্শ দিয়ে থাকে।

৯. **সরকারের আর্থিক নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন ঃ** কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের আর্থিক নীতিমালা প্রণয়নে সকল প্রকার তথ্য ও উপাত্ত দিয়ে সহযোগিতা ও সাহায্য করে থাকে। অপর দিকে ইহার সুষ্ঠু বাস্তবায়নেও কেন্দ্রীয় ব্যাংক সক্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকে।

গ) অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংক হিসেবে কার্যাবলী ঃ

অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংক হিসেবেও কেন্দ্রীয় ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে। যা নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ

১. **ব্যাংক প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণ ঃ** দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশে নতুন নতুন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা এবং প্রতিষ্ঠিত ব্যাংকগুলোর শাখা বিস্তার, সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। উল্লেখ্য যে, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অনুমতি ছাড়া নতুন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা যায় না এবং নতুন শাখা খোলা বা বন্ধ করাও যায় না।

২. **ব্যাংক তালিকাভুক্তিকরণ ঃ** কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো ব্যাংক প্রতিষ্ঠার অনুমতির সাথে সাথে ইহার নাম তালিকাভুক্তি করা। এজন্য তালিকাভুক্তির পূর্বে এবং পরে পালনীয় কতিপয় শর্তাবলী কেন্দ্রীয় ব্যাংক নির্ধারণ করে দেয় এবং তা সঠিকরূপে পালিত হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করে।

৩. **তালিকাভুক্ত ব্যাংকের ব্যাংক ঃ** কেন্দ্রীয় ব্যাংক তালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলোর অভিভাবক, মুরব্বি এবং পরিচালক। তালিকাভুক্ত সকল সদস্যব্যাংককে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রদত্ত নীতিমালা, নির্দেশাবলী ও সাইডলাইনের আলোকে সকল কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়।

৪. **ঋণের শেষ আশ্রয়স্থল ঃ** কেন্দ্রীয় ব্যাংক তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহকে স্বাভাবিক সময়ে ঋণদানের সাথে সাথে চরম আর্থিক সংকটেও ঋণদান করে থাকে। বিশেষ করে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ যখন বিকল্প কোন উৎস থেকেই ঋণ পায় না তখনও কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ দিয়ে সাহায্য করে। তাই কেন্দ্রীয় ব্যাংককে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণের শেষ আশ্রয়স্থল বলা হয়। এইরূপ ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকের বিল, প্রতিজ্ঞাপত্র পুনঃ বাট্টাকরণ করে এবং প্রথম শ্রেণীর শেয়ার, সিকিউরিটি, ট্রেজারি বিল ইত্যাদি জামানত হিসেবে রেখে থাকে।

৫. **ঋণ তদারক ঃ** কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও অন্যান্য উৎস থেকে গৃহীত অর্থ বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো কিরূপে ঋণমঞ্জুর করছে এবং তা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জনকল্যাণে সহায়ক হবে কিনা ইত্যাদি তদারকী কার্যক্রমও কেন্দ্রীয় ব্যাংক করে থাকে।

৬. **তহবিল সংরক্ষণ ঃ** কেন্দ্রীয় ব্যাংক তার তালিকাভুক্ত প্রতিটি সদস্য ব্যাংক থেকে তাদের আমানতের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বাধ্যতামূলকভাবে 'রিজার্ভ' তহবিল, হিসেবে সংরক্ষণ করে থাকে। ঋণ নিয়ন্ত্রণের জন্য এই হার বেশি করে থাকে। বাংলাদেশে চলতি ও স্থায়ী আমানতের উপর ২৫%, ইংল্যাণ্ডে ৮% এবং ভারতে ৫% কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখতে হয়।

৭. **নিকাশ ঘর হিসেবে কাজ ঃ** তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর অভিভাবক হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক আন্তঃব্যাংকিং লেনদেন ও দেনা-পাওনার নি□*ত্তির* ব্যাপারে নিকাশঘর হিসেবে কাজ করে থাকে। সারা বিশ্বেই কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেনা-পাওনা নি□*ত্তিতে* নিকাশ ঘর পরিচালনা করে থাকে।

৮. **হিসাব নিরীক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ ঃ** কেন্দ্রীয় ব্যাংক তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহে খাতাপত্র ও হিসাবপত্র সংরক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে নীতিমালা ও নির্দেশাবলী স্থির করে দেয়। অপর দিকে গৃহীত সকল নীতিমালা ও নির্দেশাবলীর আলোকে সকল হিসাবপত্র সংরক্ষণ হচ্ছে কিনা তা নিরীক্ষণের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করে।

৯. **উপদেষ্টা ও প্রতিনিধিত্ব ঃ** কেন্দ্রীয় ব্যাংক তার তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহ দক্ষতা ও ফলদায়কতার সাথে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সকল প্রকাশ উপদেশ, পরামর্শ, দিক-নির্দেশন এবং সহযোগিতা প্রদান করে থাকে। অনেক সময় তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর প্রতিনিধিত্ব কেন্দ্রীয় ব্যাংক করে থাকে।

ঘ) উন্নয়নমূলক কার্যাবলী ঃ

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য হলো সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক ও সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত করা। এই উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত থাকে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড গুলোকে আমরা নিম্নরূপে আলোচনা করতে পারিঃ

১. **ব্যাংকিং খাতের উন্নয়ন ঃ** কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের প্রধান ব্যাংক এবং ব্যাংকিং খাতের নেতা, পথ প্রদর্শক। তাই দেশে নতুন নতুন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা, শাখা খোলা ও পরিচালনার মাধ্যমে দেশের ব্যাংকিং খাতের বাস্তব উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক সকল প্রকার নীতিমালা তৈরি করে, সাহায্য-সহযোগিতা করে।

২. **উৎপাদন খাতের উন্নয়ন ঃ** দেশের উৎপাদনের সাথে জরিত সকল খাত যেমন কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য, পরিবহন ইত্যাদির উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক সাহায্য সহযোগিতা করে থাকে। এই উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশে বিশেষায়িত ব্যাংক সৃষ্টি, প্রতিষ্ঠা এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ঋণ প্রদানে উৎসাহ প্রদান করে থাকে।

৩. **বৈদেশিক বাণিজ্যের উন্নয়ন ঃ** কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার ও প্রবৃদ্ধি এবং মূদ্রার বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে বিভিন্ন পরিকল্পনা ও নীতি-পদ্ধতি নির্ধারণ এবং তা বাস্তবায়নে সর্বদা সচেষ্ট থাকে। ফলে দেশে বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রবৃদ্ধি হয়।

৪. **অর্থনৈতিক পরিকল্পনা উন্নয়ন ঃ** কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সার্বিক সহযোগিতা করে। এই লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিভিন্ন অর্থনৈতিক পরিকল্পনার জন্য তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ করে। প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই করে এবং তা বাস্তবায়নে সার্বিক সহযোগিতা করে। অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সাথে সংগতি রেখে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই দায়িত্ব সম্পন্ন করে থাকে।

৫. **কর্মসংস্থান ঃ** দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থা উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার জন্যও কেন্দ্রীয় ব্যাংক কাজ করে থাকে।

৬. **জনশক্তি উন্নয়ন ঃ** কেন্দ্রীয় ব্যাংক স্বীয় প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত জনশক্তি এবং তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহে নিয়োজিত জনশক্তির সুষ্ঠু প্রশিক্ষণ ও দক্ষতার উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে থাকে।

৭. **প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদের উন্নয়ন ঃ** দেশের অভ্যন্তরে বিদ্যমান প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদের উত্তোলন, সংগ্রহ ও সংরক্ষণের মাধ্যমে জনগণের সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে। এ বিষয়ে বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোকে উৎসাহ ও আর্থিক সুবিধা প্রদান করে তাকে।

ঙ) অন্যান্য কার্যাবলী ঃ

দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক আরও কিছু কার্যক্রম সম্পন্ন করে থাকে, যার মধ্যে রয়েছেঃ

১. **তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সরবরাহ ঃ** কেন্দ্রীয় ব্যাংককে বিভিন্নমুখী কার্যক্রম সম্পাদন করতে হয়। এ জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী তাকে সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ও তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহ থেকে এবং বহির্বিশ্ব থেকে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে হয় এবং প্রয়োজনের আলোকে তা সর্বত্র সরবরাহ করতে হয়।

২. **গবেষণা পরিচালনা ঃ** দেশের অর্থ ও মূদ্রা বাজার উন্নয়ন, ব্যাংক ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং সরকারের আর্থিক নীতিমালা নির্ধারণের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংককে প্রয়োজনের আলোকে বিভিন্ন গবেষণা কার্য পরিচালনা করতে হয়। এজন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পৃথক শাখা রয়েছে।

৩. **আর্থিক রিপোর্ট তৈরি ও প্রকাশ ঃ** কেন্দ্রীয় ব্যাংক তার সংগৃহীত তথ্য ও উপাত্তের আলোকে এবং পরিচালিত গবেষণার আলোকে বিভিন্ন আর্থিক রিপোর্ট তৈরি ও প্রকাশ করে থাকে। যাতে দেশের অর্থনৈতিক ও ব্যাংকিং ব্যবস্থার সমস্ত চিত্র ফুঁটে উঠে। সময়ভিত্তিক এবং বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর রিপোর্ট তৈরি ও প্রকাশ বিষয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পৃথক শাখা রয়েছে।

উপরের আলোচনার আলোকে আমরা বলতে পারি যে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের কৃষি, শিল্প, ব্যবসায় বাণিজ্য এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সকল কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে। তাই কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের অর্থ ও মূদ্রা বাজারের প্রাণ এবং মূল চালিকা শক্তি।

পাঠ-সংক্ষেপ

কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের অর্থ বাজারের সংগঠক, অভিভাবক, পরিচালক ও নিয়ন্ত্রক। তাই ইহার কার্যাবলীর পরিমাণও অনেক। ইহার কার্যাধাপগুলো বৃহদার্থে ৫ (পাঁচ) ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- (ক) সাধারণ কার্যাবলী, (খ) সরকারের ব্যাংক হিসেবে কার্যাবলী (গ) অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংক হিসেবে কার্যাবলী (ঘ) উন্নয়নমূলখ কার্যাবলী এবং বিবিধ/অন্যান্য কার্যাবলী।

এই কার্যাবলীর মধ্যে প্রথম ৪টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই ৪টি সম্পাদন করতে গিয়ে বিবিধ কার্যাবলী এমনিতেই তার দ্বারা সম্পাদিত হয়ে যায়। এত বিচিত্র ও ব্যতিক্রমধর্মী কার্যাবলী অন্য ব্যাংক দ্বারা সম্ভব নয় বলেই কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের সর্বপ্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাংক। অনুগ্রহপূর্বক (৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত চিত্রের আলোকে) উল্লিখিত কার্যাবলীগুলো ভালো করে পড়ুন, একটির সাথে অপরটির পার্থক্য নির্ণয় চেষ্টা করুন। অন্যথায় মনে রাখা এবং পরীক্ষায় লিখা কষ্টকর হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ২.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন দিন-

১. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলীকে বৃহদার্থে কত ভাগে ভাগ করা যায়?

ক. ৫টি খ. ৪টি

গ. ৩টি ঘ. ৭টি

২. কোনটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাধারণ কার্যাবলী?

ক. নোট ও ধাতব মূদ্রা প্রচলন খ. তহবিল সংরক্ষণ

গ. গবেষণা পরিচালনা ঘ. ঋণদান ও তত্ত্বাবধান

৩. কোনটি সরকারের ব্যাংক হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাজ?

ক. সরকারের তহবিল ও সম্পদ সংরক্ষণ খ. বৈদেশিক বিনিময় নিয়ন্ত্রণ

গ. ঋণের শেষ আশ্রয় স্থল ঘ. জনশক্তি উন্নয়ন।

৪. অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংক হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান কাজ কোনটি?

ক. ব্যাংক প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণ খ. হিসাব নিরীক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ

গ. কর্মসংস্থান ঘ. জনশক্তি উন্নয়ন।

নিকাশ ঘর এবং নিকাশ ব্যবস্থা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- নিকাশ ঘর এর সংজ্ঞা বলতে পারবেন।
- নিকাশ ঘরের বৈশিষ্ট্য ও সুবিধা বর্ণনা করতে পারবেন।
- নিকাশ ঘরের মাধ্যমে লেনদেন নি□ত্তি / নিকাশ ব্যবস্থা আলোচনা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু ঃ

নিকাশ ঘর (Clearing House) ঃ

সাধারণ অর্থে Clearing House বলতে কোন কিছু নি□ত্তি বা পরিস্কার বা নিকাশ করার ঘর বা অফিস বা স্থানকে বুঝায়। ব্যাংকিং পরিভাষায় Clearing House বলতে চেক ও বিল হতে সৃষ্ট পারস্পরিক দেনা-পাওনা বিশেষ কৌশলের মাধ্যমে ব্যাংকারগণ যে কক্ষে বা স্থানে বসে নি□ত্তি করে সেই কক্ষ বা স্থানকেই বুঝায়।

মধ্যযুগের শেষ দিক থেকে ইউরোপীয় ব্যাংকারগণ তার পারস্পরিক দেনা-পাওনা নি□ত্তির জন্য কোন নির্দিষ্ট স্থানে বসতে শুরু করে। তখন থেকেই Clearing House শব্দ দুটির ব্যবহার শুরু হয়।

Oxford Dictionary of Business এর মতে ক্লিয়ারিং হাউজ হলো সদস্যদের মধ্যকার পারস্পরিক দেনা-পাওনা নি□ত্তির জন্য একটি কেন্দ্রীভূত এবং কম্পিউটার প্রযুক্তি নির্ভর একটি পদ্ধতি।

এ.টি.দেব আর মতে, বিভিন্ন ব্যাংকের চেক ও বিনিময় বিল হতে সৃষ্ট দায় ব্যাংকসমূহের যে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে মিটানো হয় তাকে নিকাশ ঘর বলে।

এইচ.পি.শেলডন এর মতে নিকাশ ঘর হলো এমন একটি পন্থা যা দ্বারা দৈনিক কোন নির্দিষ্ট স্থানে অর্পিত সকল চেক ও বিনিময় বিলের উদ্বৃত্ত পরস্পরের দাবীর বিপরীতে যোগ বা বিয়োগ করা হয়।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি যে, একটি নির্দিষ্ট এলাকার ব্যাংকসমূহের একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান হলো নিকাশ ঘর। যেখানে সদস্যব্যাংকগুলো প্রতিদিন সমবেত হয়ে তাদের হাতে জমাকৃত চেক, বিনিময় বিল ও হুন্ডি হতে সৃষ্ট পারস্পরিক দেনা-পাওনা কেন্দ্রীয় ব্যাংক বা তার প্রতিনিধির তত্ত্বাবধানে নি□ত্তি করে। সাধারণভাবে তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে যে নগদ অর্থ রিজার্ভ রাখে, তাহতে প্রত্যেক ব্যাংকের জমার পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধি করে তাদের পারস্পরিক দেনা-পাওনা মিটানো হয়।

বাংলাদেশে বাংলাদেশ ব্যাংক নিকাশ ঘর হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। যেসকল অঞ্চল বাংলাদেশ ব্যাংকের শাখা নেই সেখানে সোনালী ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধি হিসেবে নিকাশ ঘরের দায়িত্ব পালন করে থাকে।

নিকাশ ঘরের বৈশিষ্ট্য (Features of Clearing House)

আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনা এবং ইহার দক্ষতা বৃদ্ধিতে নিকাশ ঘর এর গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। তাই ইহার কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা নিম্নে আলোচনা করা হলো ঃ

১. **নির্ধারিত ঘর ঃ** কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে নিকাশ ঘর একটি নির্ধারিত স্থানে (ঘর বা কক্ষ) স্থাপিত হয়।

২. **নির্দিষ্ট সময় ঃ** প্রতিটি কার্য দিবসে দু'বার নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর নিকাশ ঘর বসে। সদস্য ব্যাংকের প্রতিনিধিরা তাতে উপস্থিত হয়ে নিজ-নিজ দেনা-পাওনা নি□ত্তি করে থাকে।

৩. **সদস্যপদ ঃ** কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তালিকাভুক্ত প্রতিটি ব্যাংকই নিকাশ ঘরের সদস্য হয়ে থাকে।

৪. **অবস্থান ঃ** সাধারণত কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান অফিস এবং শাখা অফিসগুলোকেই নিকাশ ঘরের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। তবে যেখানে ইহার শাখা অফিস নেই সেখানে অন্য কোন প্রতিনিধি ব্যাংক এই দায়িত্ব পালন করে। যেমন- বাংলাদেশ ব্যাংক শাখা যেখানে নেই সেখানে সোনালী ব্যাংক এই দায়িত্ব পালন করে থাকে।

৫. **একক প্রতিষ্ঠান ঃ** কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে নিকাশ ঘর দেশে একক প্রতিষ্ঠান হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। তবে বিভিন্ন অঞ্চলে ইহার শাখা বা প্রতিনিধি ব্যাংক থাকতে পারে।

৬. **নির্দিষ্ট নিয়ম ঃ** নিকাশ ঘর ব্যবস্থা সুষ্ঠুরূপে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক কতিপয় নীতিমালা নির্ধারণ কর দেয়া হয়। সকল সদস্য ব্যাংককেই তা মেনে চলতে হয়।

৭. **স্বায়ত্তশাসন ঃ** তালিকাভূক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের মাধ্যমে সৃষ্ট নিকাশ ঘর একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। পৃথক আইন দ্বারা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমে তা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত।

৮. **পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ ঃ** কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে নিকাশ ঘরের সকল কার্যক্রম পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়।

৯. **দেনা-পাওনা নি□ত্তি ঃ** ইহা মূলত চেক, ড্রাফট, হুন্ডির মাধ্যমেই সদস্য ব্যাংক সমূহের মধ্যকার পারস্পরিক দেনা-পাওনা নি□*ত্তির* জন্য গঠিত ও পরিচারিত হয়।

নিকাশ ঘরের সুবিধা (Advantages of Clearing House)

আধুনিক ব্যাংকিং জগতে নিকাশ ঘরের গুরুত্ব / প্রয়োজনীয়তা এবং সুবিধা অনেক। নিকাশ ঘরের উপরই ব্যাংকিং ব্যবসায়ের দক্ষতা ও গতিশীলতা বৃদ্ধি করে। নিকাশ ঘরের সুবিধাসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ

১. **দেনা-পাওনার সহজ ও দ্রুত নি□ত্তি ঃ** নিকাশ ঘরের মাধ্যমে সদস্য ব্যাংকগুলোর পারস্পরিক দেনা-পাওনাগুলো খুব সহজে এবং দ্রুততা ও দক্ষতার নি□*ত্তি* করা যায়। ইহার আবর্তমানে আন্তঃব্যাংকিং লেন-দেন নি□*ত্তির* কথা চিন্তাই করা যায় না।

২. **মিতব্যয়ী পন্থা ঃ** নিকাশ ঘরের মাধ্যমে সদস্য ব্যাংকের প্রতিনিধিগণ একটি নির্দিষ্ট স্থানে একত্রিত হয়ে সুশৃংখলভাবে কম খরচে পারস্পরিক লেনদেন নি□*ত্তি* করতে পারে। এতে করে সদস্যদের ঘুরে ঘুরে চেক, ড্রাফ্ট, বিল সংগ্রহ এবং বন্টন করতে হয় না।

৩. **সময় বাঁচায় ঃ** নিকাশ ঘর ব্যবস্থায় চেক, ড্রাফ্ট, বিল ইত্যাদি সংগ্রহের জন্য আদিষ্ট ব্যাংকে যেতে হয় না বলে অকল্পনীয়ভাবে সময় বেঁচে যায়।

৪. **লেনদেন ত্বরান্বিত হয় ঃ** নিকাশ ঘর কার্যক্রম পরিচালনার ফলে ব্যবসায়ীরা গ্রাহক বা দেনাদারদের থেকে প্রাপ্ত চেক, ড্রাফ্ট, বিল অতি স্বল্পতম সময়ে ব্যাংকের মাধ্যমে ভাংগাতে পারে। ফলে ব্যবসায়িক লেনদেন ত্বরান্বিত হয়।

৫. **নগদ আমানত ঃ** নিকাশ ঘর ব্যবস্থা সদস্য ব্যাংকগুলোকে স্বল্প নগদ আমানতেই কাজ পরিচালনায় সাহায্য করে। ফলে বেশি আমানত নগদ রাখতে হয় না। যা বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে ঋণ সৃষ্টিতে সাহায্য করে।

৬. **অর্থ স্থানান্তরে সাহায্য ঃ** এই ব্যবস্থায় ব্যাংকের গ্রাহকগণ অতি সহজে এবং অতি অল্প ঝুঁকিতে একস্থান থেকে অন্য স্থানে যে-কোন পরিমাণ টাকা চেকের মাধ্যমে স্থানান্তর করার সুযোগ পেয়ে থাকে।

৭. **অর্থনৈতিক পরিস্থিতি অনুধাবন ঃ** নিকাশ ঘর ব্যবস্থায় সদস্য ব্যাংকগুলোর গ্রাহকদের সকল চেক, ড্রাফট, বিল ক্যাশ করার জন্য নিকাশ ঘরে জমা দেয়। পেশকৃত ও পাশকৃত চেক, বিল, ডাফট দেখে নিকাশ ঘরের আওতাধীন এলাকার ব্যবসায়-বাণিজ্য সংক্রান্ত সকল অর্থনৈতিক পরিস্থিতি অনুমান করা যায়।

৮. **ঋণ নিয়ন্ত্রণ সহজ ঃ** নিকাশ ঘর ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম সহজ হয়।

এ সকল সুবিধার কারণে বর্তমান কালে নিকাশ ঘর এর সাহায্য সহযোগিতা ছাড়া ব্যাংকিং ব্যবসায়ের কথা চিন্তাই করা যায় না।

নিকাশ ঘরের মাধ্যমে লেন-দেন নি□ত্তি ব্যবস্থা বা Clearing System by Clearing House) বা নিকাশ ঘরের কার্যক্রম (Functions of Clearing House)

আধুনিক ব্যাংকিং ব্যাবস্থার নিকাশ ঘরের গুরুত্ব অনেক। তাই তাকে অনেক কার্যক্রমও সম্পাদন করতে হয়। নিকাশ ঘরের সকল কার্যক্রমকে আমরা ৩টি পর্যায়ে বিভক্ত করতে পারি। যথা-

১. শাখা পর্যায়ের কার্যক্রম

২. আন্তঃ শাখা নিকাশ ঘরের কার্যক্রম

৩. আন্তঃ ব্যাংক নিকাশ ঘরের কার্যক্রম

১. শাখা পর্যায়ের কার্যক্রম (Functional Procedure at Branch Level).

নিকাশ ঘরের শাখা পর্যায়ের কার্যাবলীগুলো আবার দুইভাগে বিভক্ত যথা- (ক) বহির্গামী নিকাশ (Outward Clearing), খ) অন্তর্মুখী নিকাশ (Inward Clearing)

ক) বহির্গামী নিকাশ (Outward Clearing) ঃ এই পদ্ধতিতে কোন ব্যাংকের একটি শাখায় ঐ ব্যাংকের অন্য শাখা অথবা অন্য কোন ব্যাংকের শাখার উপর ড্র করা চেক বা ড্রাফ্ট সমূহ নিকাশ ঘরের মাধ্যমে সংগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকদের হিসাবে জমা করা হয়।

এই পন্থায় আদায়কারী শাখা চেক বা ড্রাফটসমূহ নিকাশ ঘরের মাধ্যমে প্রদানকারী শাখায় উপস্থাপন করে। অতঃপর প্রদানকারী শাখা নিকাশ ঘরের মাধ্যমে তার দেনাসমূহ পরিশোধ করে থাকে। বহির্গামী নিকাশ পদ্ধতি নিম্নরূপ -

i) নিকাশ-উদ্দেশ্যে গৃহীত চেকের সত্যতা যাচাই করে সরাসরি রেজিস্ট্রারে এ্যান্ট্রি করা হয় এবং চেকের উপর শাখার ক্রসিং সীল লাগানো হয়।
ii) প্রাপ্ত সকল চেক, ড্রাফট শাখা অনুযায়ী এবং ব্যাংক অনুযায়ী সাজানো হয়।
iii) ক্লিয়ারিং রেজিস্ট্রারে এন্ট্রি করা;
iv) সিডিউল ও নিকাশ ভাউচার তৈরি করা;
v) চেক ও জমা স্লিপের উপরে ক্লিয়ারিং সিল এবং চেকের পেছনে যথাযথ সত্যায়ন করা;
vi) ক্লিয়ারিং রেজিস্ট্রার, সিডিউল এবং ভাউচার পরীক্ষা করা;
vii) চেক-জমার স্লিপ, সিডিউল ও অন্যান্য ভাউচারের ১ম কপি শাখায় রেখে অপর ২টি কপি প্রতিনিধির মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ নিকাশ ঘরে প্রেরণ।
viii) শাখা অনুযায়ী এবং ব্যাংক অনুযায়ী তৈরি তালিকার যোগফল নির্ণয় এবং ব্যালেন্স নির্ণয় করা।

খ) অন্তর্মুখী নিকাশ (Inward Clearing) ঃ

অন্তর্মুখী নিকাশ বহির্গামী নিকাশের বিপরীত দিক। এই উদ্দেশ্যে চেকগুলো পাবার পরই প্রথমে প্রাপ্ত চেকের টাকার পরিশোধের সঠিকতা নির্ণয় করা হয়। অতঃপর চেক যেসব হিসাবের উপর কাটা হয়েছে, সেসব হিসাবে ডেবিট করে প্রদান করা হয়। কোন কারণে চেক অমর্যাদা হলে তা বহির্গামী নিকাশকারী ব্যাংকের নিকট ফেরৎ দেয়া হয়। মোট কথা অন্তর্মূখী নিকাশ পদ্ধতি হচ্ছে পরিশোধের জন্য চেকসমূহ নিকাশ গরের মাধ্যমে প্রদানকারী শাখায় আনা এবং পরিশোধের ব্যবস্থা করা। তাহলে বুঝা যাচ্ছে যে, আদায়কারী শাখার জন্য যা বহির্গামী নিকাশ, প্রদানকারী শাখার জন্য তাই অন্তর্মুখী নিকাশ।

২. আন্তঃ শাখা নিকাশ ঘরের কার্যক্রম (Inter Branch Clearing Procedure) ঃ

আন্তঃ শাখা নিকাশ ঘরের কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে ঃ

i) প্রতিনিধির মাধ্যমে বিভিন্ন শাখা থেকে আনীত চেক, ড্রাফটসমূহ শাখা অনুযায়ী এবং ব্যাংক অনুযায়ী বিন্যাস করা;
ii) ক্লিয়ারিং রেজিস্ট্রারে পৃথক পৃথক ভাবে তা এ্যান্ট্রি করা;
iii) সিডিউল তৈরি করা এবং তা ক্লিয়ারিং ব্যালেন্সিং রেজিস্ট্রার এ্যান্ট্রি করা;
iv) ব্যালেন্সসমূহ মিলে গেলে শাখার চেকগুলো শাখা প্রতিনিধিদের এবং অন্যান্য ব্যাংকের চেক তাদের প্রতিনিধিদের নিকট প্রদান করা;
v) শাখা-প্রতিনিধি কর্তৃক নিজ-নিজ শাখার চেকের জন্য সিডিউল ও ভাউচার তৈরি করা;
vi) ভাউচার ও জমা স্লিপের প্রথম কপি অভ্যন্তরীণ নিকাশ ঘরে প্রদান করে অন্য দুই কপি নিকাশ ভাউচার, চেক এবং শাখা হতে আনীত নিকাশ ভাউচার ২য় কপি করে চূড়ান্ত নিকাশের জন্য শাখা-প্রতিনিধিদের অপেক্ষা করা;
vii) অন্য ব্যাংকের চেকসমূহের জন্য ব্যাংক প্রতিনিধি কর্তৃক সিডিউল এবং দুই কপি হাউজ সীট তৈরি করে চূড়ান্ত নিকাশের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে গমন করা।

৩. আন্তঃ ব্যাংক নিকাশ ঘরের কার্যক্রম (Inter Bank Clearing Proredure) বা নিকাশ পদ্ধতি (Clearing System) :

তালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলোর পারস্পরিক লেন-দেন নি□ত্তিতে নিকাশ ঘর সুশৃংখল, অত্যাধুনিক এবং বৈজ্ঞানিক পন্থা অবলম্বন করে থাকে।

শাখা এবং আন্তঃশাখা ব্যাংকিং পন্থায় আপনি দেখেছেন যে কোন দেনা-পাওনার সৃষ্টি হলে ঐ ব্যাংকের প্রধান অফিস নিকাশ ঘরের দায়িত্ব পালন করে। অপর দিকে আন্তঃব্যাংকিং দেনা-পাওনা নি□ত্তির জন্য ব্যাংকগুলো নিকাশ ঘরের সাহায্য নিয়ে থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে ব্যাংকের প্রতিনিধিগণ স্ব-স্ব ব্যাংকের পাওনার তালিকাসহ চেক, ড্রাফট, হুন্ডি নিয়ে নিকাশ ঘরে উপস্থিত হয় এবং পরস্পরের মধ্যে বিবরণী বিনিময় করে একটি মোট সমন্বিত বিবরণী তৈরি করে। যা থেকে সহজেই প্রত্যেকের দেনা-পাওনা বের করা যায়। অতঃপর নিকাশ ঘরের পরিচালক ঐ বিবরণী পরীক্ষা করে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংরক্ষিত তহবিল থেকে দেনা-পাওনা নি□ত্তি করেন। এই কার্যক্রমকে আমরা নিম্নরূপে বর্ণনা করতে পারি-

i) বিভিন্ন ব্যাংকের প্রতিনিধি কর্তৃক আনীত চেক, ড্রাফট ও হুন্ডিসমূহ ব্যাংক অনুযায়ী বিন্যাস করা এবং প্রতিটি ব্যাংকের প্রতিনিধির নিকট তাদের চেকগুলো হস্তান্তর করা ঃ

ii) ব্যাংকের প্রতিনিধি কর্তৃক সিডিউল তৈরি করা, ইতোপূর্বে তৈরিকৃত একই হাউজ শীটে বিভিন্ন ব্যাংক হতে প্রাপ্ত চেক এ্যান্ট্রি করে ইতোপূর্বে আনীত ও চূড়ান্ত নিকাশ ঘর হতে প্রাপ্ত চেক, ড্রাফট টাকার পরিমাণের মধ্যে ব্যবধান বের করা;

iii) বের করা ব্যবধান বা দেনা-পাওনা বাংলাদেশ ব্যাংকে সংরক্ষিত ফান্ডে জমা বা খরচ দেখানো;

iv) প্রতি ব্যাংকের প্রতিনিধি কর্তৃক হাউজ শীটের মূল কপি বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা দিয়ে ২য় কপি সত্যায়ন করে চেক, ড্রাফট, হুন্ডিসহ নিজ নিজ ব্যাংকে ফিরে আনা।

উল্লেখ্য যে, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে নিকাশ ঘরের কার্যক্রম প্রতিকর্ম দিবসে দুই বার অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম অধিবেশনে নিজের নামে কাটা চেকগুলো প্রতিটি ব্যাংকের প্রতিনিধি সংগ্রহ করে শাখায় ফিরে যায় এবং কোন চেক অমর্যাদা হলে উক্ত দিবসের ২য় অধিবেশনে তা ফয়সালা করা হয়। আরো উল্লেখ্য যে বাংলাদেশে যেখানে বাংলাদেশ ব্যাংকের শাখা নেই সেখানে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পক্ষে সোনালী ব্যাংক নিকাশ ঘরের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

নিকাশ ঘরে পাঠানোর জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তালিকাভুক্ত প্রতিটি ব্যাংক একটি করে বিবরণী তৈরি করে। যার ১টি নমুনা নিম্নে দেয়া হলো ঃ

দি বিক্রমপুর ব্যাংক লিঃ
নিকাশঘরে প্রেরিতব্য বিবরণী
তারিখ ঃ ২০/০৮/২০০৩ইং

	ব্যাংকের নাম	চেক নং ও সংখ্যা	দেনা	পাওনা	উদ্বৃত্ত		নীট উদ্বৃত্ত
					দেনা	পাওনা	
১.	জনতা ব্যাংক	৫টি চেক (নং ও চেক সাথে যুক্ত)	৩,০০,০০০	১,৫০,০০০	১,৫০,০০০	--	
২.	অগ্রণী ব্যাংক	৯টি (ঐ)	১,০০,০০০	২,৭৫,০০০	--	১৭৫,০০০	
৩.	দি মাদারীপুর ব্যাংক (বাঃ) লিঃ	১৫টি (ঐ)	৬,০৩,০০০	৫,০০,০০০	৯৭,০০০	--	
৪.	দি কুষ্টিয়া ব্যাংক লিঃ	৫টি চেক (ঐ)	৯০,০০০	২,৭০,০০০	--	১৮০,০০০	
৫.	দি গাজীপুর ব্যাংক লিঃ	৮ টি চেক (ঐ)	১,২০,০০০	১,১১,০০০	৯,০০০	--	
	মোট		১২,১৩,০০০	১৩,০৬,০০০	-২,৫৬,০০০	৩৫৫,০০০	৯৯,০০০

এরূপ তালিকাভুক্ত প্রতিটি ব্যাংক নিকাশ ঘরে প্রেরিতব্য বিবরণী তৈরি করে এবং নিকাশ ঘরে প্রদান করে। ব্যাংকের বিবরণীর আলোকে নিকাশ ঘর কর্তৃপক্ষ একটি সমন্বিত বিবরণী তৈরি করে। যাতে প্রতিটি ব্যাংকের দেনা ও পাওনা পৃথক ঘরে দেখানো হয়। যার একটি নমুনা নিম্নে দেয়া হলো ঃ

নিকাশ ঘর
সুমন্বিত বিবরণী
তারিখ ঃ ২০/০৮/২০০৩ইং

ব্যাংকের নাম		দেনা	পাওনা	উদ্বৃত্ত	
				দেনা	পাওনা
১.	দি বিক্রমপুর ব্যাংক	২,৫৬,০০০	৩,৫৫,০০০	--	৯৯,০০০
২.	অগ্রণী ব্যাংক	৫,০০,০০০	৬,০০,০০০	১,০০,০০০	২,৫১,০০০
৩.	দি মাদারীপুর ব্যাংক (বাঃ) লিঃ	৫,০০,০০০	৭,৫১,০০০	---	২,৫১,০০০
৪.	দি কুষ্টিয়া ব্যাংক লিঃ	৪৫০,০০০	৩,০০,০০০	১,৫০,০০০	
৫.	দি গাজীপুর ব্যাংক লিঃ	১০,০০,০০০	৯,০০,০০০	১,০০,০০০	--
	মোট	২৯,০৬,০০০	২৯,০৬,০০০	৩,৫০,০০০	৩,৫০,০০০

উপরোক্ত সমন্বিত নিকাশ ঘর বিবরণীর আলোকে প্রতিটি ব্যাংকের দেনা-পাওনা কেন্দ্রীয় বাংকে সংরক্ষিত সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের চলতি হিসেবে ডেবিট বা ক্রেডিট (দেনার জন্য ডেবিট এবং পাওনার জন্য ক্রেডিট) করে নি□ত্তি করা হয়।

তবে স্মরণ রাখতে হবে যে, নিকাশ ঘরের আওতা ও কার্য এলাকাভুক্ত চেকগুলোই শুধু সংশ্লিষ্ট নিকাশ ঘরের মাধ্যমে নি□ত্তি করা যাবে। এলাকা বহির্ভূত চেক হলে তা সংশ্লিষ্ট এলাকার নিকাশ ঘরের মাধ্যমেই তা নি□ত্তি করতে হবে। যেমন- অগ্রণী ব্যাংক, কুষ্টিয়া শাখার একটি চেক মাদারীপুর জনতা ব্যাংক, কুষ্টিয়া শাখার একটি চেক মাদারীপুর জনতা ব্যাংকে জনা দেয়া হলো। এমতাবস্থায় মাদারীপুর জনতা ব্যাংক তা স্থানীয় নিকাশ ঘরের উপস্থাপন না করে কুষ্টিয়াস্থ জনতা ব্যাংকের শাখার মাধ্যমে তা নি□ত্তির জন্য অগ্রণী ব্যাংক, কুষ্টিয়া শাখায় উপস্থাপন করবে।

কতিপয় প্রয়োগিক শব্দ ঃ

ক) **Article** ঃ প্রতিটি সদস্য ব্যাংকের মাধ্যমে জমাকৃত চেক, ড্রাফট, হন্ডি, প্রাপ্য বিল ইত্যাদির সমষ্টিক নিকাশ ঘরের প্রয়োগিক ভাষায় বলা হয় Article.

খ) **Charges** ঃ অনেকগুলো আর্টিক্যাল এর সমষ্টিকে সম্মিলিতভাবে বলা হয় Charges.

গ) **Inward Clearing** ঃ অন্যান্য ব্যাংকের নিকট হতে একটি ব্যাংকের প্রাপ্য সকল Charges কে ঐ ব্যাংকের ভাষায় বলা হয় Inward Clearing .

ঘ) **Outward Clearing** ঃ অপর দিকে কোন ব্যাংক কর্তৃক অন্যান্য ব্যাংকে পরিশোধযোগ্য মোট charges কে ঐ ব্যাংকের ভাষায় বলা হয় Outward Clearing.

পাঠ-সংক্ষেপ

একটি নির্দিষ্ট এলাকার ব্যাংকসমূহের একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান হলো নিকাশ ঘর। যেখানে সদস্য ব্যাংকগুলো প্রতিদিন দুইবার মিলিত হয়ে তাদের হাতে জমাকৃত চেক, ড্রাফট, বিনিময় বিল ও হুন্ডি হতে সৃষ্ট পারস্পরিক দেনা পাওনা কেন্দ্রীয় ব্যাংক তা তার প্রতিনিধির মাধ্যমে নি□ত্তি করে।

নিকাশ ঘরের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে নির্ধারিত কক্ষ, নির্দিষ্ট সময়, সদস্য পদ অবস্থান, একক প্রতিষ্ঠান, নির্দিষ্ট নিয়ম, স্বায়ত্ত শাসন, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ এবং দেনা-পাওনা নি□ত্তি।

নিকাশ ঘরের সুবিধার মধ্যে রয়েছে দেনা-পাওনার সহজ ও দ্রুত নি□ত্তি, মিতব্যয়ী, সময় বাচায়, লেনদেন ত্বরান্বিত, স্বল্প নগদ আমানত অর্থ স্থানান্তরে সাহায্য, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি অনুধাবন এবং ঋণ নিয়ন্ত্রণ।

নিকাশ ঘরের কার্যক্রমকে শাখা, আন্তঃ শাখা এবং আন্তঃব্যাংক এই তিন স্তরে ভাগ করা যায়। শাখা পর্যায়ের কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে বহির্গামী এবং অন্তর্মুখী নিকাশ। আদায়কারী শাখার জন্য যা বহির্গামী নিকাশ প্রদানকারী শাখার জন্য ইহাই অন্তর্মুখী নিকাশ কার্যক্রম। আন্তঃ শাখা নিকাশ কার্যক্রমে শুধু সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের প্রদান অফিস নিকাশ ঘরে দায়িত্ব পালন

করে। অপর দিকে আন্তঃব্যাংক নিকাশ ঘরের মাধ্যমে তালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলোর পারস্পরিক লেন-দেন নি□ত্তি করা হয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমে। এই পন্থায় প্রত্যেক ব্যাংকের দেনা পাওনার বিবরণীর আলোকে একটি সমন্বিত বিবরণী তৈরি করা হয় এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকে সংরক্ষিত প্রত্যেক ব্যাংকের তহবিল থেকে দেনা-পাওনা নি□ত্তি করে দেয়া হয়। তবে নিকাশ ঘরের আওতার চেকগুলোই শুধু সংশ্লিষ্ট নিকাশ ঘরের মাধ্যমে নি□ত্তি করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ২.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (□) চিহ্ন দিন-

১. একটি নির্দিষ্ট এলাকার ব্যাংকসমূহের কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের নাম কি?

ক. হিসাব ঘর　　খ. নিকাশ ঘর

গ. কেন্দ্রীয় গর　　ঘ. সব কটি

২. নিকাশ ঘর দেনা-পাওনা নি□ত্তির জন্য দিনে ক'বার মিলিত হয়?

ক. ১ বার　　খ. ২ বার

গ. সারাদিনে যতোবার খুশি　　ঘ. ৪ বার

৩. নিকাশ ঘরের মূল বৈশিষ্ট্য হলো কোনটি?

ক. নির্ধারিত কক্ষ　　খ. সদস্য পদ

গ. নির্দিষ্ট নিয়ম　　ঘ. দেনা-পাওনা নি□ত্তি

৪. নিকাশ ঘরের কার্যক্রমের মূল সুবিধা হলো-

ক. দেনা-পাওনা সহজ ও দ্রুত নি□ত্তি　　খ. অর্থনৈতিক পরিস্থিতি অনুধাবন

গ. অর্থ স্থানান্তর　　ঘ. লেনদেন ত্বরান্বিত

৫. নিকাশ ঘরের কার্যক্রম নিম্নের কোন ভাগে বিভক্ত?

ক. শাখা, আন্তঃ শাখা, আন্তঃ ব্যাংক　　খ. শাখা, বহু শাখা, বহু ব্যাংক

গ. আন্তঃ শাখা, আন্তঃ ব্যাংক　　ঘ. সকল শাখা, সকল ব্যাংক

৬. আন্তঃব্যাংক দেনা-পাওনা কিসের আলোকে নি□ত্তি হয়?

ক. প্রতি ব্যাংকের বিবরণী　　খ. সহায়ক বিবরণী

গ. সমন্বিত বিবরণী　　ঘ. দেনা-পাওনা বিবরণী।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অর্থ সরবরাহ ও ঋণ নিয়ন্ত্রণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- অর্থ সরবরাহ এবং তার উপাদান বর্ণনা করতে পারবেন
- ঋণ নিয়ন্ত্রণ, ইহার প্রয়োজন ও পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু ঃ

অর্থ সরবরাহ ঃ বাজারে অর্থ ও ঋণ সরবরাহ কাম্য পর্যায়ে রাখা অতি জরুরী বিষয়। অতিরিক্ত অর্থ বাজারে সরবরাহ করা হলে মূদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। ফলে মূল্যস্তর প্রভাবিত হয় পণ্যমূল্য বৃদ্ধি পায়, মুদ্রার অবমূল্যায়ন ঘটে অর্থাৎ টাকার ক্রয় ক্ষমতা কমে যায়। অপর দিকে বাজারে অর্থ সরবরাহ বা ঋণের পরিমাণ হ্রাস পেলে জাতীয় উপাদানও উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায়। এই সমস্যা কাটিয়ে ওঠার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক যে কৌশল অবলম্বন করে তা অর্থ সরবরাহ ও ঋণ নিয়ন্ত্রণ হিসেবে গণ্য।

এক কথায় অর্থ সরবরাহ বলতে দেশের সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত বিহিত মূদ্রার মোট পরিমাণকে বুঝায়। ব্যাপক অর্থে, বিহিত মূদ্রার সাথে ব্যাংক সৃষ্ট মূদ্রা যেমন চেক, বিনিময় বিল, ক্রেডিট কার্ড ইত্যাদি হস্তান্তরযোগ্য দলিলকেও অর্থ-সরবারাহ বলে। কারণ ব্যাংক মূদ্রা ব্যবহারের ফলে অর্থের উপযোগ ও সরবরাহ প্রভাবিত হয়।

দেশে প্রচলিত মূদ্রা এবং সঞ্চিত আমানত থেকে অর্থ সরবরাহ পরিস্থিতি পরিমাপ করা যায়। অপর দিকে প্রচলিত মূদ্রার আবর্তন এবং চেক ও ক্রেডিট কার্ড বা আমানতের আবর্তন অর্থ সরবরাহের উপর প্রভাব বিস্তার করে। কারণ আবর্তন বা গতিবৃদ্ধি যতো বেশি হয়, অর্থের সরবরাহ বা উপযোগ ততই বৃদ্ধি পায়।

এম.সি.ভাইস এর মতে সংক্ষেপে মোট মূদ্রা সরবরাহ হলো বিহিত ও বিহিত মূদ্রার আবর্তনের সাথে ব্যাংক মূদ্রা ও ব্যাংক মূদ্রার আবর্তনের সমষ্টির সমান।

মোট কথা, একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি নির্দিষ্ট দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ইস্যুকৃত কাগজী নোট ও মূদ্রা বা চেক, ক্রেডিট কার্ড, বিনিময় বিল ইত্যাদি হস্তান্তর যোগ দলিল এবং একই সাথে উভয় মূদ্রার আবর্তনের পরিমাণ দ্বারাই সেই দেশের অর্থ সরবরাহের পরিমাণ পরিমাপ করা হয়।

অর্থ সরবরাহের উপাদান ঃ কোন নির্দিষ্ট সময়ে বাজারে অর্থ সরবরাহের পরিমাণ পরিমাপ করার জন্য ইহার ৩টি উপাদান বিবেচনা করা প্রয়োজন। যথা-

১. **প্রচলিত বিহিত মূদ্রা ঃ** কোন দেশের সরকারের পক্ষে সেই দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক যে কাগজী নোট ও মূদ্রা ইস্যু করে থাকে তাকেই প্রচলিত বিহিত মূদ্রা বলে। তাই দেশের সামগ্রিক সম্পদ ও উৎপাদনের পরিমাণের আলোকে দেশের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজী নোট ও মূদ্রা কেন্দ্রীয় ব্যাংক ইস্যু করে থাকেন।

২. **ব্যাংক আমানত ও ঋণ ঃ** ব্যাংকে জমাকৃত আমানত এবং ব্যাংকের সৃষ্ট ঋণ বাজারে অর্থ সরবরাহের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ব্যাংকে জমাকৃত আমানতের বিপক্ষে চেক, ক্রেডিট কার্ড, বিনিময় বিল বা হস্তান্তর যোগ্য দলিলের দ্বারা অর্থ সরবরাহ বৃদ্ধি পায়। অপর দিকে ব্যাংক থেকে ঋণ সরবরাহ করা হলেও বাজারে অর্থ সরবরাহ বৃদ্ধি পায়।

৩. **জনসাধারণের আচরণ ঃ** জনসাধারণ টাকা নিজেদের হাতে কতক্ষণ জমা করে বা আটকিয়ে রাখে তার উপর বাজারের অর্থ সরবরাহ প্রভাবিত হয়। যেমন- কারো হাতে যদি ১টি টাকা গিয়ে আটকে যায়, তবে মূদ্রা সরবরাহ কমবে। আবার তা যদি দ্রুতই হাত বদল হতে থাকে তবে, ইহার সরবরাহ বৃদ্ধি পাবে। অনুরূপভাবে জনগণ ব্যাংক মূদ্রা আটকিয়ে রেখে বা দ্রুত হাত বদল করেও অর্থের সরবরাহ কমাতে বা বাড়াতে পারে।

প্রচলিত বিহিত মূদ্রার প্রচলনকারী হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং ব্যাংক মূদ্রার সরবরাহকারী হলো বাণিজ্যিক ব্যাংক। তাই তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাজারে অর্থ ও ঋণ সরবরাহ কাম্য স্তরে রাখার সর্বাত্মক চেষ্টা করে থাকে।

ঋণ নিয়ন্ত্রণ (Credit Control)

ঋণ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এক কথায় ঋণ নিয়ন্ত্রণ বলতে এমন কৌশলকে বুঝায় যা দ্বারা কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণদান ক্ষমতা ও কার্যক্রমকে নিয়ন্ত্রণ করে।

আপনি ইতোপূর্বে জেনেছেন যে, বাণিজ্যিক ব্যাংক ঋণ সৃষ্টি করে। তাদের সৃষ্ট ঋণ কাম্যমাত্রার অতিরিক্ত হলে মূদ্রাস্ফীতিসহ বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়। অপর দিকে কাম্যমাত্রার কম হলে মন্দাবস্থাসহ বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়। তাই দেশের সুষ্ঠু ও সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিতের জন্যই কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং কাম্যস্তরে রাখার চেষ্টা করে।

মোট কথা, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির জন্য যে পন্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ও অন্যান্য ব্যাংকের ঋণদান প্রক্রিয়াকে কাম্য স্তরে রাখার চেষ্টা করে তাকে ঋণ নিয়ন্ত্রণ বলে।

ঋণ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য বা প্রয়োজনীয়তা

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। ঋণ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য বা প্রয়োজনীয়তাকে আমরা নিম্নরূপে আলোচনা করতে পারি। যথা-

১. **অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ঃ** কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমে ঋণ নিয়ন্ত্রণের প্রধান উদ্দেশ্য হলো ঋণকে কাম্যমাত্রায় রেখে দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা সুনিশ্চিত করা।

২. **মূল্যস্তরের স্থিতিশীলতা ঃ** ঋণ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর প্রয়োজনের অতিরিক্ত বা কম ঋণ সৃষ্টিতে বাধা দেয়া হয়। ফলে মূদ্রাস্ফীতি বা মূদ্রাসংকোচন দেখা দেয়া না এবং মূল্যস্তরে স্থিতিশীলতা বজায় থাকে।

৩. **মুদ্রাস্ফীতি বা সংকোচন রোধ ঃ** ঋণ নিয়ন্ত্রণের একটি বিশেষ উদ্দেশ্য হলো দেশকে মূদ্রা স্ফীতি বা মূদ্রা সংকোচনের হাত থেকে রক্ষা করা।

৪. **অর্থের চাহিদা ও যোগানে স্থিতিশীলতা ঃ** দেশে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার পূর্বশর্ত হলো অর্থের যোগান ও চাহিদায় স্থিতিশীলতা বজায় রাখা। যা ঋণ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমেই সম্ভব।

৫. **কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ঃ** চাকুরির পূর্ণ নিশ্চয়তা বিধান করাও ঋণ নিয়ন্ত্রণের একটি উদ্দেশ্য। প্রয়োজনের আলোকে ঋণের যোগান পেয়ে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো দক্ষতার সাথে পরিচালিত হয় এবং নিত্য নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। ফলে কর্মসংস্থানের ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি হয়।

৬. **বৈদেশিক বিনিময় হারের স্থিতিশীলতা ঃ** বৈদেশিক বিনিময় হারে প্রতিনিয়ত পরিবর্তন ঘটলে বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ হ্রাস পাবে। তাই বৈদেশিক মূদ্রা সাথে দেশীয় মূদ্রার বিনিময় হারের মধ্যে সমতা ও স্থিতিশীলতা রক্ষা করা ঋণ নিয়ন্ত্রণের অন্যতম উদ্দেশ্য।

৭. **সম্পদের সুষম বন্টন ঃ** কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে দেশের শিল্প, বাণিজ্য ও উৎপাদন এর সকল ক্ষেত্রে সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করে। ফলে এলাকা ও খাতভিত্তিক বৈষম্য দূর হয় এবং উন্নয়নে ভারসাম্য নিশ্চিত হয়।

৮. **জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঃ** কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সুষ্ঠু ঋণ নিয়ন্ত্রণের ফলে মূল্যস্তরের মধ্যে, অর্থের চাহিদা ও যোগানের মধ্যে এবং অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে স্থিতিশীলতা আসে। নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং সম্পদের সুষম বন্টন হয়। ফলস্বরূপ জনগণের আয় ও ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে জীবন-যাত্রার মানোন্নয়ন হয়।

৯. **অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঃ** কেন্দ্রীয় ব্যাংক এমনভাবে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে যাতে করে দেশের উৎপাদন, শিল্প, বাণিজ্য এবং বিনিয়োগ সকল খাত সমান তাকে অর্থ বরাদ্দ পেয়ে দক্ষতার সাথে পরিচালিত হতে পারে। ফলে দেশের সামাগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হয়।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি (Methods of Credit Control by Central Bank)

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যেসকল পদ্ধতি বা কৌশল অবলম্বন করে তা আমরা নিম্নরূপে দেখাতে পারিঃ

ক) পরিমাণগত পদ্ধতি (Quantitative Method)

১. ব্যাংক হারের পরিবর্তন নীতি

২. খোলা বাজার নীতি

৩. রিজার্ভের অনুপাত পরিবর্তন নীতি

খ) গুণগত বা নির্বাচনমূলক পদ্ধতি (Qualitative or Selective Method)

১. ঋণের বরাদ্দকরণ নীতি

২. প্রত্যক্ষ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা

৩. নৈতিক প্ররোচনা

৪. প্রচারণামূলক পদ্ধতি

৫. ভোগ্যপণ্যে ঋণ নিয়ন্ত্রণ

৬. আবশ্যকীয় খাতে ঋণদান

৭. জামানতি ঋণের প্রান্তিক হার

নিম্নে এসকল পদ্ধতি আলোচনা করা হলো-

১. পরিমাণগত পদ্ধতি (Quantitative method)

যে পদ্ধতিতে ঋণের উদ্দেশ্য এবং ব্যবহারের প্রতি দৃষ্টি না রেখে সরাসরি হস্তক্ষেপের মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণদান কর্মসূচিকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়, তাকে পরিমাণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বলে। ইহাকে সংখ্যাগত বা সাধারণ ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বলে। এই পদ্ধতিতে ঋণ নিয়ন্ত্রণে ৩টি কৌশল বা নীতি অবলম্বন করা হয়। যা আমরা উপরের চিত্রে দেখেছি। এবার এই ৩টি কৌশল বা নীতি সম্পর্কে আলোচনা করা হলোঃ

১. ব্যাংক হারের পরিবর্তন নীতি বা কৌশল (Bank Rate Changing policy or Technique) ঃ বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো যে সুদের হারের বিনিময়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ এবং প্রথম শ্রেণীর বিনিময় বিলসমূহ বাট্টা করে দেয়, সেই হারকে বলা হয় ব্যাংক হার। ক্রাউথারের মতে ব্যাংক হার হলো সুদের সেই হার, যার ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক তার সদস্য ব্যাংকগুলোকে বা মুদ্রা বাজারে প্রদত্ত ঋণের জন্য সুদ আদায় করে থাকে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক তার ব্যাংক হার পরিবর্তন করে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এই পদ্ধতি কিরূপে কার্যকর করা হয় এবার সে সম্পর্কে দুটি প্রসঙ্গে আলোচনা করা যেতে পারে।

১ম প্রসঙ্গ ঃ যখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেখে যে বাজারে পর্যাপ্ত পরিমাণ ঋণ ছাড়া হয়েছে, তখন ঋণের সুদের হার বৃদ্ধি করে। ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো কম ঋণ প্রদান করে এবং জনসাধারণও কম ঋণ গ্রহণ করে। বিকল্প পন্থা হিসেবে জনগণ উচ্চাহারে সুদের প্রত্যাশায় ব্যাংকে অধিক হারে টাকা জমা রাখে।

২য় প্রসঙ্গ ঃ যখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেখে যে, বাজারে অর্থ বা ঋণের পরিমাণ কমে গিয়েছে, তখন ঋণের উপর সুদের হার কমিয়ে দেয়। ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো অধিক পরিমাণে ঋণ প্রদান করে এবং জনসাধারণও অধিক পরিমাণে ঋণ গ্রহণ করে।

এভাবে প্রয়োজন ও অবস্থার আলোকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুদের হার হ্রাস-বৃদ্ধি করে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণদান কার্যক্রমকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এই নীতির দ্বারা অর্থনৈতিক মন্দা এবং মুদ্রাস্ফীতিজনিত সমস্যা খুব সহজেই কাটিয়ে উঠা যায়।

ব্যাংক হার হ্রাস করার প্রভাব ঃ বাজারে অর্থ ও ঋণের যোগান কম হলে মন্দাবস্থা দেখা দেয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক মন্দাবস্থা কাটিয়ে উঠার জন্য ব্যাংক হার কমিয়ে দেয়। ব্যাংক হার কমিয়ে দেয়ার ফলে কিছু সুবধা ও অসুবিধা দেখা য়ে, যা নিম্নরূপ-

ক) **ব্যাংক হার হ্রাসের সুবিধা ঃ** ব্যাংক হার হ্রাস করার ফলে নিম্নরূপ সুবিধাগুলো অর্জিত হয়-

i) বাজারে সুদের হার কমে যায়;

ii) ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিগণ অধিক হারে ঋণ গ্রহণ করে; যার ফলে বাজারে ঋণের চাহিদা বৃদ্ধি পায়;

iii) শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্য কার্যক্রম বৃদ্ধি পায়;

iv) দেশীয় অর্থনীতিতে গতিসঞ্চার হয়;

v) দেশীয় উৎপাদন, বিনিয়োগ ও রপ্তানি বৃদ্ধি পায়;

vi) কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং বেকার সমস্যা হ্রাস পায় এবং

vii) জনগণের আয়, ক্রয় ক্ষমতা এবং ভোগ বৃদ্ধি পেয়ে জীবন যাত্রার মান উন্নত হয়।

খ) **ব্যাংক হার হ্রাসের অসুবিধা ঃ** ব্যাংক হার হ্রাস করার ফলে যেসকল সমস্যা দেখা দেয় তা নিম্নরূপ-

i) বাজারে ঋণ সরবরাহ বৃদ্ধি পায়;

ii) দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়ে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়;

iii) দেশীয় মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পেয়ে সঞ্চয় হ্রাস পায়;

iv) আমদানি বৃদ্ধি পায় এবং রপ্তানি আয় তুলনামূলক হ্রাস পেয়ে বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের পরিমাণ হ্রাস পায়।

এসকল অসুবিধাগুলো কাটিয়ে উঠার জন্য ব্যাংক হার বৃদ্ধি করা হয়।

ব্যাংক হার পরিবর্তন নীতির প্রভাব ঃ প্রথমে আসা যাক ব্যাংক হার বৃদ্ধি প্রভাব–

বাজারে অর্থ ও ঋণের যোগান বৃদ্ধি পেলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই অবস্থা কাটিয়ে উঠার জন্য ব্যাংক হার বৃদ্ধি করে। ইহার ফলে নিম্নরূপ সুবিধা এবং অসুবিধা দেখা দেয়-

ক) **ব্যাংক হার বৃদ্ধির সুবিধা ঃ** ব্যাংক হার বৃদ্ধির ফলে নিম্নরূপ সুবিধাগুলো লাভ করা যায়-

i) ব্যাংক জামানতের উপর সুদের হার বৃদ্ধি পায়;

ii) শেয়ার সিকিউরিটি ও ঋণপত্রের মূল্য হ্রাস পায়;

iii) পণ্যের চাহিদা ও মূল্য হ্রাস পায়;

iv) আমদানি হ্রাস পেয়ে রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়ে। ফলে মূল্য পরিশোধ ভারসাম্য (Balance of Payment) দেশের অনুকূলে আসে;

vi) বিদেশীদের নিকট দেশীয় পণ্য ও মুদ্রার চাহিদা বৃদ্ধির ফলে তারা দেশে অধিক বিনিয়োগে আগ্রহী হয়;

vii) মুদ্রা বাজারে ফটকা ব্যবসায়ীর সংখ্যা হ্রাস পায়।

খ) **ব্যাংক হার বৃদ্ধির ফলে অসুবিধা ঃ** ব্যাংক হার বৃদ্ধির ফলে যে সকল সমস্যা দেখা দেয় তা নিম্নরূপ-

i) ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিগণ কম ঋণ গ্রহণ করে ফলে বিনিয়োগ কম হয়;

ii) বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোতে আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে অলস টাকা অব্যবহৃত থাকে;

iii) পণ্যের উৎপাদন চাহিদা ও মূল্য হ্রাস পায়;

iv) কলকারখানা বন্ধ হয়ে যায় এবং বেকার সমস্যার সৃষ্টি হয়;

v) মুনাফা ও আয় কমার সাথে সাথে জনগণের ক্রম ক্ষমতাও হ্রাস পায় ইত্যাদি।

এই অবস্থা যখন মারাত্মক আকার ধারণ করে তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক আবার ব্যাংক সুদের হার হ্রাস করে অর্থনীতিতে গতি সঞ্চার করে।

২. খোলা বাজার নীতি (Open Market Policy) ঃ

ঋণ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক খোলা বাজারে সরকারি বন্ড, সিকিউরিটি, ঋণপত্র ইত্যাদির ক্রয়-বিক্রয়কে খোলা বাজার নীতি বলে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক দুটি পন্থায় একাজ করে থাকেঃ

ক) যখন দেখে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে রক্ষণশীল নীতির ফলে বাজারে অর্থ ও ঋণের সংকট বা মন্দা দেখা দিয়েছে, তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক খোলা বাজার হতে বন্ড, সিকিউরিটি, ঋণ পত্র ক্রয় করে। ফলে বাজারে অর্থের সরবরাহ, বিনিয়োগ অর্থনৈতিক কর্মচাঞ্চল্য উৎপাদন ও মজুরি বৃদ্ধি পায় এবং পণ্যমূল্য বৃদ্ধি পায়। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর রিজার্ভ ও ঋণদান ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

খ) অপর দিকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক যখন দেখে যে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো বাজারে প্রচুর অর্থ ও ঋণ বিতরণ করার ফলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিচ্ছে তখন সে খোলা বাজারে বন্ড, সিকিউরিটি, ঋণপত্র বিক্রয় করে। বাণিজ্যিক ব্যাংক ও জনগণ তা ক্রয় করে। ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর রিজার্ভ এবং ঋণদান ক্ষমতা কমে যায়।

এখানে খোলা বাজারে বন্ড, সিকিউরিটি ও ঋণপত্র বিক্রয়ের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকের শাখা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

খোলা বাজার নীতির প্রভাব ঃ ঋণ নিয়ন্ত্রণ কৌশল হিসেবে খোলা বাজার নীতি অবলম্বন করা হলে ইহার কিছু প্রভাব দেখা যায়, যা নিম্নে আলোচনা করা হলো ঃ

ক) **খোলা বাজার থেকে বন্ড, সিকিউরিটি ঋণ পত্র ক্রয় করার সুবিধা ঃ** কেন্দ্রীয় ব্যাংক যখন খোলা বাজার থেকে বন্ড, সিকিউরিটি, ঋণপত্র ক্রয় করে তখন কিছু সুবিধা পাওয়া যায়। যা নিম্নরূপ-

i) বন্ড, সিকিউরিটি ও ঋণপত্রের ক্রয়কৃত মূল্য পরিশোধ করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাজারে নগদ অর্থ সরবরাহ করে;

ii) বিক্রেতার প্রাপ্ত বিক্রয় লব্ধ অর্থ বাণিজ্যিক ব্যাংকে জমা রাখে- এতে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণদান ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়;

iii) বাজারে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়;

iv) ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্প্রসারিত হয় এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়;

v) জনগণের আয় ও জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন হয়।

খ) **খোলা বাজারে ক্রয় করার অসুবিধা ঃ** বেশ সুবিধা থাকার পরও খোলা বাজার থেকে কান্ড, সিকিউরিটি ও ঋণপত্র ক্রয় করার ফলে কিছু সমস্যা দেখা দেয়, যা নিম্নরূপ–

i) বাজারে ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়;

ii) মূদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়;

iii) দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায় এবং মূদ্রামান কমে যায়;

iv) রপ্তানি হ্রাস এবং আমদানি বৃদ্ধি পেয়ে বৈদেশিক বাণিজ্য প্রতিকূলে বলে যায়।

গ) **খোলা বাজারে বিক্রয় করার সুবিধা ঃ** খোলা বাজারে বন্ড, সিকিউরিটি, ঋণপত্র বিক্রয় করার ফলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাজার থেকে নগদ অর্থ তুলে নেয়। এর ফলে প্রাপ্ত সুবিধাগুলো নিম্নরূপঃ

i) বাজারে মূদ্রাস্ফীতি হ্রাস পায়;

ii) দেশীয় মূদ্রার বিনিময় ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পায়;

iii) দ্রব্যমূল্য হ্রাস পায়;

iv) বিদেশে দেশীয় পণ্যের বাজার সৃষ্টি হয়।

ঘ) **খোলা বাজারে বিক্রয়ের অসুবিধা ঃ** খোলা বাজারে বন্ড, সিকিউরিটি, ঋণপত্র ইত্যাদি বিক্রয়ের ফলে নিম্নরূপ সমস্যা দেখা দেয় ঃ

i) বাণিজ্যিক ব্যাংকের জামানত কমে গিয়ে ঋণদান ক্ষমতা হ্রাস পায়;

ii) বাজারে অর্থনীতি মন্দাভাব দেখা দেয়;

iii) বিনিয়োগ ও উৎপাদন হ্রাস পায়;

iv) ব্যবসায়-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ হ্রাস পেয়ে বেকার সমস্যা দেখা দেয়;

v) শ্রমিকের মজুরি এবং ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পায়।

ঙ) **খোলা বাজার নীতির সাফল্যের শর্তাবলী ঃ** এই নীতির সাফল্য নিম্নোক্ত শর্তাবলীর উপর নির্ভরশীল ঃ

i) একটি সুদক্ষ, সুসংগঠিত এবং কার্যকর সিকিউরিটি বাজারের উপস্থিতি;

ii) অর্থ বাজারে প্রচুর পরিমাণে সরকারি ও বেসরকারি বন্ড, স্টক এবং সিকিউরিটির উপস্থিতি এবং সহজেই তা ক্রয়-বিক্রয় ব্যবস্থা;

iii) বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো কর্তৃক নিয়মিত নির্ধারিত হারে রিজার্ভ অনুপাত কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখা;

iv) দেশের মূদ্রা বাজারের উপর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যকর নিয়ন্ত্রণ।

চ) **খোলা বাজার নীতির সীমাবদ্ধতা ঃ** যে সকল কারণে খোলাবাজার নীতি দক্ষতা ও ফলদায়কতার সাথে কার্যকর করা যায় না, তা নিম্নরূপ-

i) দেশে সুদক্ষ সুসংগঠিত এবং কার্যকর মূদ্রা বাজারের অনুপস্থিতি এবং বন্ড সিকিউরিটি ও ঋণপত্রের স্বল্পতা;

ii) কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাথে বাণিজ্যিক ব্যাংকের সুসম্পর্ক ও নিয়ন্ত্রণ না থাকলে;

iii) কেন্দ্রীয় ব্যাংকে বাণিজ্যিক ব্যাংকের আমানতের উপর জমা সঠিকরূপে মানা না হলে;

iv) বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে অবাধ ঋণগ্রহণের সুযোগ পেলো;

v) জনগণ বাণিজ্যিক ব্যাংকে টাকা জমা না রাখলে;

vi) বাজারে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ সুবিধার অভাব ইত্যাদি।

ব্যাংক হার নীতির সীমাবদ্ধতা ঃ এই নীতি সীমাবদ্ধতাগুলো নিম্নরূপ ঃ

i) দেশে সুদক্ষ সুসংগঠিত এবং কার্যকর মুদ্রা বাজারের অনুপস্থিতি এবং পর্যাপ্ত বন্ড, সিকিউরিটি ও ঋণপত্রের স্বল্পতা;
ii) কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সুসম্পর্কের অভাব;
iii) বাণিজ্যিক ব্যাংকের উপর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কঠোর নিয়ন্ত্রণ;
iv) ব্যাংক হার হ্রাস-বৃদ্ধির সাথে বাজারের সুদের হার হ্রাস বৃদ্ধির মিল না থাকলে;
v) বাণিজ্যিক ব্যাংকের হাতে অতিরিক্ত রিজার্ভ তহবিল থাকলে;
vi) দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা মন্দা হলে;
vii) বাজারে একচেটিয়া অবস্থা বিদ্যমান থাকলে ইত্যাদি।

৩. রিজার্ভের অনুপাত পরিবর্তন নীতি (Poliy of Variation of Reserve Ratio) ঃ

প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী সকল দেশের প্রতিটি তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংককে তার নগদ জামানতের একটি অংশ বাধ্যতামূলকভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখতে হয়। ইহাকে বাধ্যতামূলক বা বিধিবদ্ধ রিজার্ভ বলে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক যখন এই বাধ্যতামূলক বা বিধিবদ্ধ রিজার্ভের হার হ্রাস-বৃদ্ধি করে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে তখন তাকে রিজার্ভের অনুপাত পরিবর্তন নীতি বলা হয়।

এই নীতি অনুযায়ী রিজার্ভের পরিমাণ হ্রাস করলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর জামানতের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং রিজার্ভের পরিমাণ বৃদ্ধি করলে ইহাদের জামানতের পরিমাণ হ্রাস পায়। তাই যখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেখে যে, বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো অধিক পরিমাণে ঋন প্রদান করছে, তখন ঋণ সরবরাহ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক রিজার্ভের হার বা অনুপাত বৃদ্ধি করে। ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে পূর্বের চেয়ে অধিক অর্থ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখতে হয়। এতে তাদের হাতে নগদ টাকা এবং ঋণদান ক্ষমতা কমে যায়। মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস পায় এবং মুদ্রার বিনিময় মূল্য বৃদ্ধি পায়।

অপরদিকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক যখন দেখে যে, বাজারে ঋণ সংকোচন দেখা দিয়েছে এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণদান ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে, যা সম্প্রসারণ করা দরকার। তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক রিজার্ভের অনুপাত বা হার হ্রাস করে। ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে পূর্বের চেয়ে কম অর্থ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখতে হয়। এতে তাদের হাতে নগদ টাকা এবং ঋণদান ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। ফলস্বরূপ অর্থ বাজারে ঋণের সরবরাহ ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়। নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়, মজুরি ও জীবন যাত্রার মান বৃদ্ধি পায়।

ব্যাংক হার ও খোলা বাজার নীতি সকল দেশে সমান ভাবে দক্ষতার সাথে ব্যবহার করা যায় না। কিন্তু রিজার্ভের অনুপাত পরিবর্তন নীতি অত্যন্ত শক্তিশালী ও জনপ্রিয় পদ্ধতি। এর মাধ্যমে প্রত্যক্ষ এবং বাধ্যতামূলক ভাবে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। তাই ঋণ নিয়ন্ত্রণের কার্যকর কৌশল হিসেবে রিজার্ভের অনুপাত পরিবর্তন নীতি উন্নত এবং অনুন্নত বিশ্বে ব্যাপক ব্যবহৃত ও জনপ্রিয়।

রিজার্ভের অনুপাত পরিবর্তন নীতির প্রভাব ঃ রিজার্ভের অনুপাত পরিবর্তন নীতির ব্যবহারের ফলে অর্থ বাজারে কিছু প্রভাব দেখা যায়, যা নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ

ক) **রিজার্ভের অনুপাত হ্রাস করার সুবিধা ঃ** রিজার্ভের অনুপাত হ্রাস করার ফলে অর্থ বাজারে যে-সকল ধনাত্মক প্রভাব বা সুবিধা দেখা দেয় তা নিম্নরূপ ঃ
   i) বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর নগদ জামানত এবং ঋণদান ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়;
   ii) বাজারে ঋণ সরবরাহ ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়;
   iii) শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যে গতি সঞ্চারিত হয়;
   iv) কর্মসংস্থানের সুযোগ ও মজুরি বৃদ্ধি পায়;
   v) দেশীয় উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়।

খ) **রিজার্ভের অনুপাত হ্রাস করার অসুবিধা ঃ**
   i) বাজারে ঋণ সরবরাহ বৃদ্ধি পায়;
   ii) দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়ে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়;
   iii) দেশীয় মুদ্রার ক্রয় ক্ষমতা ও সঞ্চয় হ্রাস পায়;
   iv) আমদানি বৃদ্ধি পায়।

গ) **রিজার্ভের অনুপাত বৃদ্ধি করার সুবিধা ঃ** রিজার্ভের অনুপাত বৃদ্ধি করলে নিম্নরূপ সুবিধাগুলো পাওয়া যায়-
   i) বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণদান ক্ষমতা ও হ্রাস পেয়ে মুদ্রাস্ফীতি কমে;

ii) বাজারে অর্থনৈতিক মন্দাভাব দেখা দেয়ায় দ্রব্য মুল্য হ্রাস পায়;
iii) রপ্তানি আয় কমে আসে;
iv) বিদেশে দেশীয় পণ্যের বাজার প্রসার ঘটে ইত্যাদি।

ঘ) **রিজার্ভের অনুপাত বৃদ্ধি করার অসুবিধা ঃ** এর ফলে সৃষ্ট অসুবিধাগুলো নিম্নরূপ ঃ
i) উৎপাদন, বিনিয়োগ ও শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার কম হয়;
ii) পণ্য-দ্রব্যের উৎপাদন, চাহিদাও মূল্য হ্রাস পায়;
iii) শিল্প কারখানা বন্ধ হয়ে বেকার সমস্যা দেখা দেয়;
iv) জনগণের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পায়;
v) রপ্তানি কমে আমদানি হ্রাস পায়;
vi) বাজারে অর্থনৈতিক মন্দাভাব দেখা দেয় ইত্যাদি।

রিজার্ভের অনুপাত পরিবর্তন নীতি সাফল্যের পূর্বশর্ত ঃ এই নীতির সাফল্য নিম্নোক্ত শর্তাবলীর উপর নির্ভরশীল ঃ
i) দেশে একটি সুসংগঠিত এবং কার্যকর সিকিউরিটি বাজারের উপস্থিতি;
ii) দেশে তালিকাভুক্ত ছাড়া কোন বাণিজ্যিক ব্যাংকের অনুপস্থিতি;
iii) তালিকাভুক্ত সকল বাণিজ্যিক ব্যাংকের উপর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সুদৃঢ় ও কার্যকর নিয়ন্ত্রণ;
iv) কেন্দ্রীয় ব্যাংক ছাড়া অপর ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণের সুযোগ এর অভাব।

রিজার্ভের অনুপাত পরিবর্তন নীতির সীমাবদ্ধতা ঃ এই নীতি আধুনিক বিশ্বের ঋণ নিয়ন্ত্রণে অত্যন্ত আধুনিক এবং কার্যকর বলে অনুমিত হলেও নিম্নোক্ত সীমাবদ্ধতার কারণে ইহাকে ফলদায়কভাবে ব্যবহার করা যায় না।
i) কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তালিকাবহির্ভূত ব্যাংকের উপর এই নীতি প্রয়োগ করা যায় না;
ii) কেন্দ্রীয় ব্যাংক ছাড়া অন্যত্র টাকা জমা রাখা এবং তা থেকে ঋণ গ্রহণের সুযোগ বিদ্যমান;
iii) বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর উপর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কঠোর নিয়ন্ত্রণের অনুপস্থিতি;
iv) প্রতিষ্ঠিত নতুন ও ক্ষুদ্র ব্যাংকের ক্ষেত্রে এই নীতি ফলদায়কভাবে প্রয়োগ করা যায় না;
v) দেশের অর্থ ও ঋণের বাজারে মন্দাভাব দেখা দেয়;
vi) রিজার্ভের অনুপাত ইচ্ছামত হ্রাস-বৃদ্ধি করা যায় না বলে মূদ্রাস্ফীতি বা মন্দাবস্থা রক্ষায় ইহা ভালো ফল দেয় না।

মূল কথা হলো যে রিজার্ভের অনুপাত পরিবর্তন নীতি সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে হলে আমাদের ইহার সাফল্যের পূর্বশর্ত এবং সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকতে হবে। তবেই ইহা ব্যবহার করে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। কিন্তু বাস্তবে এই নীতি এককভাবে তেমন কোন অবদান রাখতে পারে না। তাই খোলাবাজার নীতি ও জমার হার পরিবর্তন নীতির সাথে এই নীতি প্রয়োগ করা হলে ঋণ নিয়ন্ত্রণে আশানুরূপ সুফল পাওয়া যাবে।

খ) **গুণগত বা নির্বাচনমূলক পদ্ধতি (Qualitative or Selective Method) ঃ**

বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণ নিয়ন্ত্রণের জন্য সাধারণভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক পরিমাণগত পদ্ধতিই ব্যবহার করে থাকে। তবে তা থেকে যদি আশানুরূপ ফল পাওয়া না যায় তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিশেষ লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য যে সকল পদ্ধতি ব্যবহার করে তাকে, গুণগত বা নির্বাচনমূলক পদ্ধতি বলে। নিম্নে গুণগত বা নির্বাচনমূলক পদ্ধতিগুলো আলোচনা করা হলোঃ

১) **ঋণের বরাদ্দকরণ নীতি (Rationing of Credit) ঃ** দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য একই সময়ে সকল খাতে ঋণ প্রদান সমান গুরুত্ব বহন করে না। তাই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি-প্রকৃতি এবং চাহিদার সাথে মিল রেখে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কোন খাতকে উৎসাহিত করে বেশি ঋণ এবং কোন খাতে করাকরি বিধি নিষেধ আরোপ করে কম ঋণ দেয়ার নীতি গ্রহণ করে থাকে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং সরকরের নির্ধারিত খাতসমূহে কম বা বেশি ঋণ বরাদ্দের কৌশলকেই ঋণের বরাদ্দকরণ নীতি বলা হয়। এই নীতির ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো তাদের ইচ্ছে মতো ঋণদান করতে পারে না। এতে করে গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলোই ঋণ বরাদ্দ পায় এবং অপ্রয়োজনীয় বা অবাঞ্চিত ঋণ হ্রাস পায়। তাই আধুনিক বিশ্বে এই পদ্ধতি ব্যবহার ও কার্যকারিতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২) **শাস্তিমূলক ব্যবস্থা (Direct Action Method) ঃ** কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও সরকারে নির্ধারিত ঋণ প্রদান পদ্ধতি যখন বাণিজ্যিক ব্যাংক মেনে চলে না তখন তাদের কার্যক্রমকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যে পন্থা অবলম্বন করা হয়, তাকে প্রত্যক্ষ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা বলে। এই পন্থায় সংশ্লিষ্ট বাণিজ্যিক ব্যাংককে নীতিমালা মেনে চলতে বাধ্য করার জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থাগুলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক গ্রহণ করতে পারে-

ক) ব্যাংক ঋণের উপর সুদের হার বৃদ্ধি করা;
খ) অতিরিক্ত রিজার্ভ সংরক্ষণে নির্দেশ দেয়া;

গ) বিল পুনঃ বাট্টাকরণ না করা বা বর্ধিত চার্জ ধার্য করা;

ঘ) স্বল্প সময়ের জন্য নিকাশ ঘরের সুযোগ বন্ধ রাখা ইত্যাদি।

এসকল ব্যবস্থাদি গ্রহণের ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংক বাধ্য হয়েই কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও সরকারের ঋণদান নীতি মেনে চলে। তাই ঋণ নিয়ন্ত্রণে এই অত্যন্ত কার্যকর পদ্ধতি।

৩) **নৈতিক প্ররোচনা (Moral Persuation)** ঃ অনেক সময় কেন্দ্রীয় ব্যাংক তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে কোন আনুষ্ঠানিক নির্দেশ জারি না করে ঋণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, পদ্ধতি ও প্রয়োজনীয়তা জানিয়ে তা মেনে চলার জন্য নৈতিকভাবে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে। এই প্রচেষ্টা বা কার্যক্রমকেই নৈতিক প্ররোচনা বলে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক যেহেতু দেশের ব্যাংক ব্যবস্থা, অর্থ ও মূদ্রা বজারের অভিভাবক সেহেতু তার উপদেশ পরামর্শ মেনে চলতে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো নৈতিকভাবে বাধ্য থাকে। তাই আধুনিক বিশ্বে নৈতিক প্ররোচনা অত্যান্ত ফলদায়ক ও কার্যকর ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি হিসেবে স্বীকৃত।

৪) **প্রচারনামূলক পদ্ধতি (Publicity Method)** ঃ ব্যাংক ও মূদ্রা বাজারের অভিভাবক হিসেবে দেশে মূদ্রা নীতি, ঋণ নীতি, ব্যাংকিং ও আর্থিক পরিস্থিতি সম্পর্কে তালিকাভুক্ত ও মূদ্রা বাজারে সদস্যদের অবহিত করার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক পত্র-পত্রিকা প্রকাশ ও প্রচার করে তাকে প্রচারণামূলক পদ্ধতি বলে। যার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন প্রকার সাপ্তাহিক, মাসিক ও বাৎসরিক পত্রিকা, প্রতিবেদন, বিবরণী, বুলেটিন ইত্যাদি। এর মাধ্যমে দেশের অর্থ ও ঋণ বাজারের গতি-প্রকৃতি ও সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে যানা যায়। ফলে ঋণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সহায়ক পরিবেশ-পরিস্থিতি ও মতামতের সৃষ্টি হয়। সদস্য ব্যাংকগুলো কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রচার-প্রচারণা মেনে চলে এবং ঋণ নিয়ন্ত্রণ পরিস্থিতি উন্নত হয়।

৫) **ভোগ্যপণ্য ঋণ নিয়ন্ত্রণ (Consumers' Credit Control)** ঃ ভোগ্য পণ্য ক্রয়ের জন্য ঋণদান কর্মসূচি গুরুত্ব ও ব্যবহার প্রতিদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই ভোগ্যপণ্য ক্রয় খাতে ঋণের পরিমাণ প্রত্যাশিত মাত্রায় বজায় রাখার জ্য যে ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় তাকে ভোগ্যপণ্যে ঋণ নিয়ন্ত্রণ বলে। এই নীতি অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিশেষ বিশেষ ভোগ্যপণ্যের ভাড়া-চুক্তির কিস্তির পরিমাণ হ্রাস বা বৃদ্ধি করে দেয়। ফলে ব্যবহার কারীদের ঋণের প্রতি আগ্রহ এবং ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস-বৃদ্ধি হয়ে থাকে। অর্থাৎ শর্ত সহজ এবং কিস্তির সংখ্যা বৃদ্ধি করা হলে ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। অপর দিকে কিস্তির সংখ্যা হ্রাস ও শর্ত কঠিন করা হলে ঋণের পরিমাণ কমবে। তাই উন্নত দেশে এই পদ্ধতির প্রয়োগ ও ব্যবহার বেশি দেখা যায়।

৬) **আবশ্যকীয় খাতে ঋণদান (Credit to Essential Sectors)** ঃ যখন কম গুরুত্বপূর্ণ ও অবাঞ্ছিত খাতে ঋণ প্রদান না করে শুধুমাত্র অতিজরুরী ও আবশ্যকীয় খাতে ঋণ প্রদান করা হয়, তাকে আবশ্যকীয় খাতে ঋণদান বলে। এতে করে অপ্রয়োজনীয় খাত বাদ দিয়ে ঋণ নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।

৭) **জামানত ঋণের প্রান্তিক হার হ্রাস বৃদ্ধি (Variation in the Marginal Rate of Security credit)** ঃ যখন জামানত যুক্ত ঋণের প্রান্তিক হার পরিবর্তন করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণদান কার্যক্রমকে নিয়ন্ত্রণ করে তাকে জামানত ঋণের প্রান্তিক হার হ্রাস-বৃদ্ধি পদ্ধতি বলে। এই পদ্ধতির দ্বারা ফটকা কারবারে ঋণদান সহজেই নিয়ন্ত্রণ করা যায়। যেমন ১০০ টাকার বিল স্টক, শেয়ার, বা জামানত রেখে ৭৫ টাকা ঋণ দেয়া হয়। প্রান্তিক জমা রাখা হয় ২৫ টাকা। যদি কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রাপ্তিক জমা ৩৫ করে দেয় তবে বাজারে ঋণ কমে হবে ৬৫ টাকা। ফলে ঋণদান সংকোচিত হবে। আবার প্রান্তিক জমা ২০ টাকা করে দিলে ঋণদানের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে।

উপরে ঋণ নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিসমূহ আলোচনা করা হলো। ঋণের পরিমাণ কাম্য বা প্রত্যাশিত স্তরে রাখা একটি জটিল কাজ। এজন্য সুনির্দিষ্ট কোন পন্থা নেই। তাই কেন্দ্রীয় ব্যাংকে ঋণের মাত্রা কাম্যস্তরে রাখার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি একই সাথে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে।

পাঠ-সংক্ষেপ

কোন নির্দিষ্ট সময়ে একটি দেশের সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত মূদ্রা (কাগুজী ও ধাতব) ও ব্যাংক ইস্যুকৃত হস্তান্তরযোগ্য দলিল (চেক, বিল ক্রেডিট কার্ড) এর সমষ্টিকেই অর্থ সরবরাহ বলে। এর উপাদান হলো ৩টি যথাঃ প্রচলিত বিহিত মূদ্রা, ব্যাংক আমানত ও ঋণ এবং জনসাধারণের আচরণ।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণদান ক্ষমতা ও কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করাকেই ঋণ নিয়ন্ত্রণ বলা হয়। দেশের মূদ্রাস্ফীতি বা সংকোচন রোধ, অর্থের চাহিদা ও যোগানের স্থিতিশীলতা, অর্থনৈতিক ও মূল্যস্তরের স্থিতিশীলতা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ইত্যাদি কারণে ঋণ নিয়ন্ত্রণ খুবই জরুরী।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে প্রধানতঃ ২টি পন্থায় নিয়ন্ত্রণ করা যায়। যথা- পরিমাণগত পদ্ধতি এবং গুণগত বা নির্বাচনমূলক পদ্ধতি। সরাসরি হস্তক্ষেপের ঋণদান কর্মসূচি নিয়ন্ত্রণকে পরিমাণগত পদ্ধতি এবং বিশেষ লক্ষ্য নিয়ে যে পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় তাকে গুণগত বা নির্বাচনমূলক পদ্ধতি বলে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ বা বিল বাট্টাকরণের ক্ষেত্রে সুদের হার হ্রাস-বৃদ্ধি করে। বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণকে ব্যাংক হারের পরিবর্তন নীতি; কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক খোলা বাজারে বন্ড, সিকিউরিটি, ঋণপত্র ক্রয়-বিক্রয় করে ঋণ নিয়ন্ত্রণকে খোলা বাজার নীতি এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে তার জামানতের যে অংশ বাধ্যতামূলকভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখতে হয়, তার হার অনুপাত পরিবর্তন করে ঋণ নিয়ন্ত্রণকে রিজার্ভের অনুপাত পরিবর্তন নীতি বলা হয়। এই তিনটি নীতি একত্রে মিশ্রণ করে ব্যবহার করা হলে ভালো ফল পাওয়া যায়। অপর দিকে গুণগত বা নির্বাচনমূলক পদ্ধতি রয়েছে ৭টি যা মূলতঃ উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনের আলোকে ব্যবহার করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায় ঃ ২.৪

সঠিক উত্তরে পাশে টিক চিহ্ন দিন-

১. কোন একটি দেশে নির্দিষ্ট সময়ে অর্থ বা মুদ্রার সরবরাহ বলতে কি বুঝায়?
   ক. প্রচলিত মুদ্রাকে গ. প্রচলিত ও ব্যাংক মুদ্রাকে খ. ব্যাংক মুদ্রাকে ঘ. কোনটিই নয়।

২. বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণদান ক্ষমতা ও কার্যক্রমকে নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়াকে কি বলা হয়?
   ক. ঋণ নিয়ন্ত্রণ খ. ঋণ দান গ. ঋণ সম্প্রসারণ ঘ. ঋণ সংকোচন

৩. ঋণ গ্রহণ বা বিল বাট্টাকরণে সুদের হার হ্রাস-বৃদ্ধি করে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণকে কি বলা হয়?
   ক. ব্যাংক হারের পরিবর্তন নীতি খ. প্রান্তিক হার পদ্ধতি
   গ. রিজার্ভের অনুপাত পরিবর্তন নীতি ঘ. নৈতিক প্ররোচনা পদ্ধতি

৪. খোলা বাজারে বন্ড, সিকিউরিটি ঋণ পত্র ক্রয়-বিক্রয় করে ঋণ নিয়ন্ত্রণকে কি বলা হয়?
   ক. খোলা বাজার নীতি খ. খোলা বাণিজ্যিক নীতি গ. খোলা ঋণ নীতি ঘ. খোলা নিয়ন্ত্রণ নীতি

৫. বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর জামানতের যে বাধ্যতামূলকভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখতে হয় তার অনুপাত হ্রাস-বৃদ্ধি করে ঋণ নিয়ন্ত্রণ কে কি বলা হয়?
   ক. রিজার্ভের অনুপাত পরিবর্তন নীতি খ. রিজার্ভ সমন্বয় নীতি
   গ. সমানুপাত পদ্ধতি ঘ. কোনটিই নয়।

৬. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তালিকা বহির্ভূত ব্যাংকের উপর কোন নীতি প্রয়োগ করা হয় না?
   ক. ব্যাংক হার পরিবর্তন নীতি খ. খোলা বাজার নীতি
   গ. প্রচারনামূলক পদ্ধতি ঘ. রিজার্ভের অনুপাত পরিবর্তন নীতি

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ২.১	১.গ ২.ঘ ৩.ক ৪.ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ২.২	১.ক ২.ক ৩.ক ৪.ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ২.৩	১.খ ২.খ ৩. ৪.ক ৫.ক ৬.খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ২.৪	১.গ ২.ক ৩.ক ৪.ক ৫.ক ৬.ঘ

রচনামূলক প্রশ্ন

১. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংজ্ঞা দিন। এর উদ্দেশ্য বর্ণনা করুন।
২. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলী বর্ণনা করুন।
৩. নিকাশ ঘর বলতে কি বোঝেন? নিকাশ ঘরের বৈশিষ্ট্য ও সুবিধা বর্ণনা করুন।
৪. "নিকাশ ঘর লেনদেন নি□ভির ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করে" বর্ণনা করুন।
৫. নিকাশ ঘরের কার্যাবলী বর্ণনা করুন।
৬. অর্থ সরবরাহ বলতে কি বোঝেন? এর উপাদানগুলো বর্ণনা করুন।
৭. ঋণ নিয়ন্ত্রণ কি? ঋণ নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করুন।
৮. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রনের পরিমাণগত পদ্ধতি অথবা গুণগত পদ্ধতি সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।